শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দশম খণ্ড

বি শ্ব ভা র তী
কলিকাতা

প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৭৪ : ১৮৮৯ শক

© বিশ্বভারতী ১৯৬৭

প্রকাশক বিশ্বভারতী
গ্রন্থনবিভাগ : ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

২'১

রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র সেনের মধ্যে যে-সকল পত্রবিনিময় হয়, দীনেশচন্দ্রের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তা সংকলিত ও প্রকাশিত হল। অধিকাংশ মূলপত্র রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত।

দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত

১

[জুন ১৮৯৮]

ওঁ

সাদর সম্ভাষণমেতৎ

দীর্ঘকাল হইল ত্রিপুরায় পত্র লিখিয়াও এ পর্য্যন্ত যখন কোন উত্তর পাওয়া গেলনা তখন সেখানকার আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিতে হয়। আমার বোধ হয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের নিকট চাঁদা করিয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি? বিষয় কর্ম্মোপলক্ষ্যে আমাকে প্রায় সর্ব্বদাই মফস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়— এবং বিচিত্র কর্ম্মের দায়ে আমার উদ্বেগের বোঝা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে— নতুবা আমি কিছুকাল কলিকাতায় স্থির নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পারিলে ইতস্ততঃ চেষ্টা করিতে পারিতাম।

// "পুত্রযজ্ঞ" গল্পটি সম্পূর্ণ আমার নহে। ইহা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সমরেন্দ্রের রচনা, তবে উহাতে আমারো কিছু হাত আছে। "শিক্ষা-প্রণালী" শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লেখা। "ঢাকা" লিখিয়াছেন "সিরাজদ্দৌলা"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ভারতী যাহাতে আপনাদের সমালোচনার যোগ্য হয় তৎসম্বন্ধে আমার চেষ্টার ত্রুটি হইবে না— কেবল আশঙ্কা এই যে, নানা কাজের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পাছে সম্পাদকের মনের মত আদর্শ রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া পড়ে।// ইতি ১০ই আষাঢ় ১৩০৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

[সেপ্টেম্বর ১৯০০]

ওঁ

সহৃদয়েষু

ক্ষণিকা পাইয়া আপনি যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহা গোলেমালে দীর্ঘকাল পরে আমার হস্তগত হইল।

আপনার সমালোচনাটি কবির পক্ষে যে কত উপাদেয় হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। অসুস্থ শরীরেও যে এই পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন সেজন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানিবেন। কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম— যখন আপনার খবর পাইলাম তখন আর সাক্ষাৎ করিবার সময় ছিলনা। আশা করি আপনার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার বন্দোবস্ত হইয়া গেছে।

শিলাইদহে আপনার সাক্ষাতের প্রত্যাশা করিতেছি। আশা করি শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে দেখা পাইব। ইতি ৩০শে ভাদ্র ১৩০৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

[মার্চ ১৯০২]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আমার মুস্কিল হইয়াছে এই যে, চৈত্রের পর্য্যন্ত চোখের বালি লেখা ছিল তাহার পরে আর আলস্যের ভিড়ে এবং নানা অকাজের তাড়নায় লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। আর বিলম্ব করিতে সাহস

হয় না। আজই লিখিতে বসিয়াছিলাম— ঠিক দুটি লাইন যখন লিখিয়াছি এমন সময় আপনার চিঠি পাইলাম। কিন্তু আপনার কথা আমার স্মরণ নাই এমন মনে করিবেন না। গতকল্য অপরাহ্ণে আপনার বইখানি পাঠিকা সম্প্রদায়ের লুব্ধ হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আমার টেবিলের উপর রাখিয়াছি— সেখান হইতে সে আমার প্রতি মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা কটাক্ষপাত করিতেছে— কিন্তু অসমাপ্ত কর্ত্তব্যের অঙ্কুশাঘাতে আমার লেখনীকে অন্য পথে ছুটিতে হইতেছে। একটু অপেক্ষা করুন। গল্পটিকে কিছুদূর অগ্রসর করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে আপনাকে লইয়া পড়িব ইহাতে সংশয় করিবেন না।

তর্কবিতর্কের আন্দোলনে ক্ষুব্ধ হইবেননা। সাহিত্য ক্ষেত্রে নামিয়া কোন প্রকার কুশের কাঁটা পায়ে ফোটে নাই এমন সৌভাগ্যবান্ কে আছে? শত্রুরা নিন্দাবাক্যে হাসেন এবং বন্ধুরা ক্ষুব্ধ হন কিন্তু কুয়াশা দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায় কাহারো মনেও থাকেনা। পাছে কলহের দুষ্ট সরস্বতী ঘাড়ে চাপিয়া বসে সেইজন্য শরৎ শাস্ত্রীর লেখা আমি পড়িই নাই। তাহা ছাড়া আমি জানি হীরেন্দ্রবাবু যখন গাণ্ডীব ধরিয়াছেন তখন পরাজয়ের আশঙ্কামাত্র নাই। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে বসিয়া হীরেন্দ্রবাবুর প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ধাবিত হইতেছে। তিনি যেরূপ অকাট্য যুক্তি ও অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত বাংলা ব্যাকরণের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন আমি সেরূপ কখনই পারিব না এই জন্য তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমি নেপথ্যে সরিয়া আসিয়া অতি উত্তম কাজ করিয়াছি। দীর্ঘকাল আমি জনকোলাহলের মাঝখানে যাপন করিয়াছি— যুদ্ধের সংবাদে আমাকে আর প্রলুব্ধ করিবেন না— এখন আমার ছুটি মঞ্জুর করিয়া দিন।

আপনার শরীর কেমন আছে? একবার এদিকে বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া যান না। ইতি ১৬ই ফাল্গুন ১৩০৮

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এপ্রিল ১৯০২]

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

সাদর সম্ভাষণমেতৎ

আগামী ১লা বৈশাখে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে নববর্ষের উৎসব হইবে— আপনার ছেলেটিকে লইয়া যদি সংক্রান্তি অথবা তাহার পূর্ব্বদিনে আসেন এবং উৎসবে যোগদান করেন ত আনন্দিত হইব। ছেলে লওয়া সম্বন্ধে আমাদের নিয়ম এই যে, দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছেলেদের আমরা বিদ্যালয়ে লই না। কারণ ছোট ছেলেদের সহিত বড় ছেলেদের মিশিতে দেওয়া নিরাপদ নহে। আপনার ছেলেটির বয়স যদি অধিক না হয় তবে তাহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। আপনি এখানে আসিয়া কিছুকাল থাকিয়া যান। আপনার শরীর ভাল হইবে— কাজ করিতে পারিবেন। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রণালীও দেখিয়া লইতে পারিবেন— আমাকে তাগিদ দিয়া সমালোচনা লিখাইয়া লইবারও অবসর পাইবেন। অতএব এমন সুবিধা ছাড়িবেন না। শৈলেশের দল বোধ হয় আসিতে পারে— আপনি তাহাকে পাণ্ডা স্বরূপে বরণ করিয়া লইবেন। পাথেয়ের ভার সম্পূর্ণ আমার উপর দিবেন— আহূতের পাথেয় আহ্বানকর্ত্তার দেয় ইহাই আমাদের দেশের সনাতন প্রথা— অতএব এ সম্বন্ধে আপনি যদি বিলাতী কায়দার অনুসরণ করেন তবে দুঃখিত হইব। রিক্ত হস্তে আসিবেন। কেবল যদি লেখাপড়া করিতে চান তবে আপনার অর্দ্ধসমাপ্ত ও সদ্য আরব্ধ প্রবন্ধগুলি সঙ্গে করিয়া আনিবেন। অবকাশের সময় আপনার বইখানি আপনার সঙ্গে বসিয়া পড়িবার ইচ্ছা করি— তাহা হইলে আলোচনার অনেক খোরাক পাওয়া যাইবে। শিলাইদহে

আসিবেন প্রতিশ্রুত ছিলেন বোলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলে আপনাকে সেই সত্য হইতে মুক্তি দিব— অতএব ইহকাল পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপনি আর কালবিলম্ব করিবেন না। ইতি ২৬শে চৈত্র ১৩০৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এপ্রিল ১৯০২]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

অতি সাধু প্রস্তাব। স্টেশনের নিকটে, শান্তিনিকেতন হইতে মাইল খানেক তফাতে ১০।১২ টাকা ভাড়ায় একটি বাসা পাওয়া যাইতে পারে। যদি ইচ্ছা করেন তবে সেই বাসাটি আপনার জন্য অধিকার করিবার চেষ্টা করা যায়। এখানে মারীভয় হইতে দূরে নিশ্চিন্ত চিত্তে বন্ধুত্ব ও বিদ্যার চর্চ্চা করিতে পারিবেন। আর একবার শিলাইদহে উপস্থিত হইবার প্রস্তাবটিকে যেভাবে সম্পূর্ণ মাটি করিয়াছিলেন এবারে তাহার আশঙ্কা নাই ত? একবার না হয় আপনি আপনার ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া এখানকার বাসাটা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যান— তাহার পরে আপনার কোন আত্মীয়ের সাহায্যে পুত্র কলত্রগণকে এখানে আনিয়া ফেলিবেন। কি বলেন? মহাপ্রাজ্ঞ চাণক্য পরামর্শ দিয়াছেন যে এক পা আগে দিয়া অন্য পা-টা পরে টানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

আপনি একবার আমার এলাকার মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহার পরে যে কাণ্ডটা করা যাইবে সে আমার মনেই আছে। তাই

বলিয়া বিনোদিনীর রহস্যনিকেতনে আপনাকে অকালে প্রবেশ করিতে দেওয়া আমার সম্পাদকধর্ম্মসঙ্গত হইবে কিনা তাহা এখনো স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

যাহা হউক্ আর বিলম্ব করিবেন না।—পুঁথিপত্রসহ লুপমেলের গাড়ীতে চড়িয়া বসুন তাহার পরে আর আপনাকে কে নিবারণ করিতে পারে? ইতি ১৩ই বৈশাখ ১৩০৯।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

[মে ১৯০২]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম এখন সাক্ষাৎকারের আনন্দ প্রত্যাশা করিয়া আছি। আমার পিতৃদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আমাকে ১লা জ্যৈষ্ঠ নাগাদ একবার কলিকাতায় যাইতে হইবে। ফিরিবার সময় আপনাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আনিলে কিরূপ হয়? আপনার ছেলেটিকে সস্নেহে গ্রহণ ও সযত্নে শিক্ষাদান করিব সে সম্বন্ধে আপনি চিন্তা করিবেন না— পনেরো দিনের মধ্যেই সে এখানে এমনি জমিয়া যাইবে যে বাড়ি যাইবার নাম করিবে না। এখান হইতে যে সকল ছাত্র ঘরে ফেরে তাহারা অশ্রুজল না ফেলিয়া যায় না।

পত্রে আপনি যে কথার আভাসমাত্র দিয়া চুপ করিয়াছেন সে কথাটা আমার গোচর হইয়াছে। লেখাটি আমি পড়ি নাই— আমার দৃষ্টিপথে আনিতে নিষেধও করিয়াছি, কারণ, লেখকজাতির

অভিমান অল্পেই আঘাত পায়— অথচ এরূপ আঘাতের মধ্যে লজ্জার কারণ আছে। নিজেকে সেই গ্লানিজনক অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি কথিত বা লিখিত গালিমন্দের কথা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি। বিদ্বেষে কোনো সুখ নাই কোন শ্লাঘা নাই, এইজন্য বিদ্বেষ্টার প্রতিও যাহাতে বিদ্বেষ না আসে আমি তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া থাকি। জীবনপ্রদীপের তেল ত খুব বেশি নয় সবই যদি রোষে দ্বেষে হুহুঃ শব্দে জ্বালাইয়া ফেলি তবে ভালবাসার কাজে এবং ভগবানের আরতির বেলায় কি করিব? বিশেষতঃ আমার ছুটি লইবার সময় হইয়া আসিয়াছে— এখন বাজে কলহে কাজের ক্ষতি করিলে বিপক্ষের কিছুই হয় না নিজেরই বিপক্ষতা করা হয়।

অধ্যাপনা এবং "চোখের বালি"র উপসংহারেই আমার দিন কাটিয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে আপনার বইখানি আর একবার পড়িয়া ফেলিয়াছি এবং পুনর্ব্বার নূতন আনন্দ লাভ করিয়াছি। জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে যদি সমালোচনা না যায় তবে আপনি আমাকে দুয়ো দিবেন।

আপনি সর্ব্বপ্রকার উদ্বেগ হইতে উদ্ধার পান এই আমার প্রার্থনা। ইতি ২০শে বৈশাখ ১৩০৯

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

[মে ১৯০২]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার শরীরটা ভাল নাই। আপনার চোখের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলাম। একান্তমনে কামনা করি রোগ এবং চিকিৎসকের হাত হইতে চোখ দুটিকে রক্ষা করিতে পারিবেন।

আপনার ছেলেটির জন্য যেমন করিয়া হউক জায়গা রাখিব আপনি ভাবিবেন না। সংখ্যা পূর্ণপ্রায় হইয়া আসিয়াছে— তাহা হইলেও আপনার পুত্রের স্থান হইবে।

বিদ্যালয়ের কাজে চলিলাম— অতএব সংক্ষেপে সারিতে হইল। ইতি শুক্রবার। [১৩০৯]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[জোড়াসাঁকো। মে ১৯০২]

ওঁ

প্রীতিভাজনেষু

আজ এইমাত্র পত্র পাইলাম। কাল সমস্ত দিন বালিগঞ্জে এক আত্মীয় হইতে আর এক আত্মীয়ের ঘরে কাটিবে। পরশু প্রত্যুষে পদ্মাতীর অভিমুখে দৌড় মারিব। ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চয় আপনার সঙ্গে দেখা করিব, ইতিমধ্যে আপনার বইখানি যতটা পারি পড়িয়া লইব। [জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১
[মে ১৯০২]

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

প্রিয়বরেষু

"উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে" ইত্যাদি শ্লোক মনে আছে? সজ্জনের বাক্য লঙ্ঘন হয় নাই— সূর্য্যও পূর্ব্বদিকে উঠিতেছে আপনার সমালোচনাও শেষ করিয়াছি, মস্ত হইয়াছে— বঙ্গদর্শনের এক ফর্ম্মারও অধিক হইবে। এটা আলোচনা সমিতিতে পড়িবার ইচ্ছা করিতেছি ইহাতে আলোচনাযোগ্য অনেক কথার অবতারণ করিয়াছি।

ছেলেটিকে আমার সঙ্গেই পাঠাইবেন— তাড়া নাই। কিন্তু তাই বলিয়া চোখ দুটি সারাইতে বিলম্ব করিবেন না। আমি নানা শাস্ত্র হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিতে পারি যে চক্ষু অত্যন্ত যত্নের সামগ্রী। একটা পরামর্শ দিই— অন্ততঃ কিছুদিন পরীক্ষা করিয়া দেখুন। একজন ভাল হোমিয়োপ্যাথ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান। বাছিয়া বাছিয়া হাতুড়ে ডাক্তার বাহির করিবেননা। যদি সম্পূর্ণ নির্জ্জন ঘরে কিছুদিন চোখ বুজিয়া থাকিতে চান তবে এখানে আসিবেন— আপনাকে অন্ধকারায় বন্দী করিয়া রাখিয়া দিব।

আজ এই পর্য্যন্ত ১২ই জ্যৈঃ ১৩০৯।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

[নভেম্বর ১৯০২]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

অরুণ আমার সঙ্গে নিরাপদে এসে পৌঁচেছে। কলকাতার চেয়ে এ জায়গা ঠাণ্ডা— অরুণের সঙ্গে গরম কাপড় দিয়েছেন ত ?

সম্প্রতি বিদ্যালয়ে আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত অনেক বেশি শিক্ষক সঞ্চিত হয়েছে। অতএব এখন আপনি এখানে আসবার জন্যে প্রস্তুত হবেন না। আমি একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে পরে আপনাকে জানাব।

বঙ্গবাবু তাঁর দুটি ছেলেকে এনেছেন। তিনি নিজে কাল কলকাতায় যাবেন। ইতি বুধবার। [অগ্রহায়ণ ১৩০৯]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

[ডিসেম্বর ১৯০২]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু

ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহা যদি নিরর্থক হয় তবে এমন বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে! ইহা আমি মাথা নীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্টকালকে সার্থক করিবেন। তাঁহার কল্যাণী স্মৃতি আমার সমস্ত কল্যাণ কর্ম্মের নিত্যসহায় হইয়া আমাকে বলদান করিবে।

ভুবনডাঙ্গার পরশুরাম পণ্ডিতের বাড়িটি আমি আপনার জন্য

চাহিয়া লইয়াছি। আজ বিকালে দেখিতে যাইবার কথা আছে। সে বাড়িটি হিন্দুস্থানীর রচিত সুতরাং জানলার বাহুল্য নাই— দক্ষিণে দরজা আছে, উত্তরে দেয়াল। শীতকালে তাহাতে বিশেষ কষ্ট না হইতে পারে। একটি কূপ আছে— আঙিনা আছে। ঘর দ্বারের কিরূপ পরিমাণ ও অবস্থা আজ দেখিয়া আসিয়া আপনাকে লিখিব। পত্র পাইলেই আসিতে পারিবেন। বায়ু পরিবর্ত্তনে আপনার উপকার হইবে বলিয়া আশা করি। এখন আমার জামাতা এখানে আছেন তিনি L.M.S. ডাক্তার— সুতরাং চিকিৎসার জন্য আপনাকে চিন্তিত হইতে হইবে না।

অরুণ বেশ ভালই আছে। সে আপনার প্রেরিত গরম কাপড় ব্যবহার করিতেছে। ইতি ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯

অনুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

[জানুয়ারি ১৯০৩]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনার চোখের অবস্থা শুনিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম। একান্ত মনে কামনা করিতেছি আপনার চক্ষু দুটি নিরাময় হউক্।

আমি আগামী শুক্রবারে কলিকাতায় যাইব। এগারই মাঘের কাজ সারিয়া আবার ফিরিব— সেই সময়েই হয় ত আপনার ও কবিরাজ মহাশয়ের এখানে আসা সুবিধাকর হইবে। গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। অনেকদিন হইতে আশা করিতেছি এখানে আপনি সপরিবারে আসিবেন, দেখিতে দেখিতে শীতকাল বিদায়োন্মুখ হইয়া আসিল— গ্রীষ্ম পড়িলে এস্থান আপনাদের সুখকর বোধ

হইবেনা হয় ত বেশিদিন থাকিতে পারিবেননা। অরুণ বেশ ভালই আছে— তাহার জন্য চিন্তিত হইবেন না। শীঘ্র সাক্ষাৎ হইলে সকল কথা বিস্তারিত আলোচনা হইবে। রথী ও সন্তোষ জগদানন্দ এবং মনোরঞ্জনবাবুকে লইয়া কৃষ্ণনগরে Test Examination দিতে গেছেন। তাঁহারাও সম্ভবত বৃহস্পতি কিম্বা শুক্রবারে ফিরিবেন। ইতি ২৯শে পৌষ ১৩০৯।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

[এপ্রিল ১৯০৩]

ওঁ

হাজারীবাগ

বন্ধুবরেষু

পত্রে আপনার চোখের কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি। আশা করি আপনার দর্শন শক্তির কোন স্থায়ী ব্যাঘাত হইবেনা।

আমি এখানে আসিয়া রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। এখন এখানে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে একে একে আমাদের সকলকেই শয্যাশায়ী করিয়াছে। ঐ রোগটার দোষ এই যে উহার লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষা উত্তর কাণ্ডই বেশি নিদারুণ। কাশি দুর্ব্বলতা অরুচি মন্দাগ্নি, প্রভৃতি উপসর্গ কিছুতেই দখল ছাড়িতে চায় না।

বিদ্যালয়ে ফিরিবার জন্য আমার চিত্ত উৎসুক হইয়াছে— আধি ব্যাধির হাত হইতে কোনমতে একটুখানি ছুটি পাইলেই আমি আমার বালখিল্যগুলির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইব। সেখানে ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য একজন ইংরাজ শিক্ষক রাখিয়াছি কিন্তু তাহার কাজ দেখিয়া আসিতে পারি নাই সেজন্য মন উদ্বিগ্ন আছে। শীঘ্র সেখানে একটি কারখানা খুলিবার সংকল্প আছে সেজন্যও আমার

উপস্থিতি আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া, আমার কর্ত্তব্যকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমি সমস্ত ভারই নির্ব্বিচারে বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। তিনি ক্রমশই ইহাকে সফলতার পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন তাহা প্রত্যহ উপলব্ধি করিতেছি।

কলিকাতায় প্লেগের যেরূপ উপদ্রব তাহাতে গ্রীষ্মের অবকাশে শ্রীমান অরুণকে সেখানে পাঠানো কোনমতেই সঙ্গত হইবেনা। যদি আপত্তি না করেন, ছুটির সময় তাহাকে আশ্রমে রাখিয়াই তাহার পুরাতন পাঠ অভ্যাস করাইয়া লইব। সে সময় যদি কোন সুযোগ করিতে পারি তবে আপনাদিগকেও আনাইয়া লইবার চেষ্টা করিব। আমি সম্ভবত আর দিন পনেরোর মধ্যে বোলপুরে যাইব—কোন বাধা মানিবনা। ছুটির পূর্ব্বে আমি না গেলে নয়।

যতদিন বাঁচিয়া আছি আপনারা আমাকে আপনাদেরই কাজে এবং আপনাদেরই নিকটে পাইবেন; বাল্যকালে স্কুল পালাইয়াছি—প্রৌঢ় বয়সে আমার বিদ্যালয় হইতে পলাতক হইবনা।

সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আর আমার চিন্তা ও চেষ্টাকে নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে দিবনা। কর্ত্তব্য সঙ্কোচ না করিলে কর্ত্তব্য পালন করা যায়না কেবল বৃথা ভ্রাম্যমাণ হইতে হয়। নিষ্কৃতি প্রার্থনা করিয়া হীরেন্দ্রবাবু ও যতীন্দ্রবাবুকে পত্র লিখিয়াছি। Easterএর ছুটির সময় হীরেন্দ্রবাবু বোলপুরে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি থাকি বা না থাকি তিনি গেলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব একথা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানাইবেন এবং আপনিও তাঁহার সাথী হইবার চেষ্টা করিবেন। আপনাদের নিরাময় সংবাদ দিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিবেন। ইতি ১৯শে চৈত্র ১৩০৯।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

[অক্টোবর ১৯০৩]

ওঁ

প্রিয়বন্ধুবরেষু

শ্রীশবাবু আসিয়াছিলেন। নহিলে এতদিনে আপনার প্রশ্নের উত্তর পৌঁছিত। যাহা হউক আপনি আসিয়া পড়ুন— দ্বিধামাত্র করিবেন না। দুর্যোগ চলিতেছে। সঙ্গে সূর্য্যালোক আনিবার চেষ্টা করিবেন। ইতি ১৯শে আশ্বিন ১৩১০।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

[অক্টোবর ১৯০৩]

ওঁ

প্রিয়বন্ধুবরেষু

আপনার লেখাগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া আমার পেন্সিলে লেখা মন্তব্যসহ আপনার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছি। আজ দ্বিপেন্দ্রনাথ কলিকাতায় গেলেন তাঁহারই হাতে দিলাম— আশা করি যথাসময়ে হস্তগত হইতে কোন বিলম্ব হয় নাই।

লক্ষ্মণ ভরত কৌশল্যা, প্রবন্ধগুলির মধ্যে সর্ব্বোত্তম হইয়াছে। [তাহার] পরে যথাক্রমে সীতা ও [রাম] এবং দশরথ ক্লাসের মধ্যে [সর্ব্ব] নিম্নে।

লক্ষ্মণ, ভরত কৌশল্যা পাঠকের চিত্তকে অভূতপূর্ব্বভাবে আঘাত করিতেছে। পূর্ব্বে তাহাদের প্রতি আমাদের যে ভাবটি ছিল তাহা ঘনীভূত এবং অনেকাংশে নবীভূত হইয়াছে। সীতা ও রাম সম্বন্ধে সেরূপ হয় নাই। সীতা ও রামচরিত্রের যে বিশেষত্ব গভীর ভাবে কাব্যে নিহিত আছে তাহাকে আপনার লেখনী অগ্রে নূতন আলোকে

ধরিয়া দেখান দরকার হইয়াছে। রাম সীতার চরিত্র সর্ব্বজনের অতিশয় সুপরিচিত বলিয়াই ইহাদের বিশেষ একটি নব পরিচয় অত্যাবশ্যক। দশরথ কৈকেয়ীর মধ্যে দাম্পত্যবিকৃতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহারই কালিমাকে পশ্চাতে রাখিয়া রাম-সীতা দাম্পত্যের উষালোকের ন্যায় রামায়ণে উদ্ভাসিত। এই দাম্পত্য নির্ব্বাসনকে সুমধুর করিয়াছে। সিংহাসনে অভিষেক অপেক্ষা অরণ্যচারণ কোন অংশে হেয় হয় নাই— বরঞ্চ তাহা এই প্রেমকে নিবিড়ভাবেই দোহন করিয়াছে— দাম্পত্যকে পরিস্ফুট করিবার এমন উপায় আর ছিল না— সীতাহরণও এই প্রীতিকে বীর্য্যের দ্বারা উজ্জ্বল করিয়াছে। দাম্পত্যর এই মাধুর্য্য ও বীর্য্য দশরথ কৈকেয়ীর কাম-[···]আসক্তির মসীলেপের উপর কেমন করিয়া চিরন্তন দীপ্তিলাভ করিয়া উঠিয়াছে তাহাই সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হওয়া চাই। দশরথের পক্ষাবলম্বন করিতে গিয়া আপনি সেই রসটিকে কিছু ভাঙিয়াছেন। একটু ভাবিয়া দেখিবেন। রাম সীতার কাহিনী অংশ কিছু কমাইয়া আপনার মন্তব্য কিছু ফলিত করিয়া বলিলে আমার বোধ হয় ঐ দুটি রচনাও বিশেষ উপাদেয় হইবে। একটু সময় পাইলেই আমি ভূমিকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইব। বিদ্যালয়ের কাজ অত্যন্ত বাড়িয়াছে— সময় পাইনা। ইতি ২৮শে আশ্বিন—[১৩১০]

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অক্টোবর ১৯০৩]

ওঁ

প্রিয়বন্ধুবরেষু

তাই করিবেন— আমার মন্তব্য হইতে কোন স্থান যদি উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করেন তাহাতে আমার আপত্তি থাকিতে পারেনা। একটু নিশ্চিন্ত না হইলে ভূমিকা লেখায় হাত দিতে পারিতেছিনা। বিদ্যালয়টি ছুটির পরে অধ্যাপকে ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়া হঠাৎ কোটালের বানের মত আমার ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে— উক্ত ঘাড় অপটু আছে বলিয়া তাহার প্রতি লেশমাত্র অনুকম্পা করে নাই— আমিও হার মানিতে চাইনা— কাজেই আমাকে বুক ফুলাইয়া তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে।

আপনি যে পঞ্চাননবাবুর কথা বলিয়াছিলেন তাঁহাকে কি অল্প বেতনে বিদ্যালয়ে আকর্ষণ করা সম্ভবপর হইবে? তাঁহাকে পাইলে বিশেষ সুবিধা হয়। বিদ্যালয়ের আয়ব্যয় লইয়া হাবুডুবু খাইতেছি। অম্বুবাহ মেঘের জন্য চাতকের ন্যায় শুষ্ককণ্ঠ বিদ্যালয় আর কয়েকজন বেতনবর্ষী ছাত্রের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

আপনার মাথার অসুখ ভাল করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিবেন না।

বড় ব্যস্ত আছি। ইতি ২রা কার্ত্তিক ১৩১০।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নভেম্বর ১৯০৩]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু

শীতের জন্য চিন্তা করিবেন না। অরুণকে গরম রাখিব। ইতিমধ্যে সংস্কৃত পড়াইবার লোক পাওয়া গেছে অতএব পঞ্চাননবাবু নারাজ হওয়ায় সুবিধাই বিবেচনা করিতেছি— তিনি এখানকার যোগ্যলোক হইলে ঈশ্বর তাঁহাকে মিলাইয়া দিতেন। বোটে গিয়া আপনার ভূমিকা লিখিব। অগ্রহায়ণের আরম্ভেই বোটে যাইবার সংকল্প আছে। তাহার পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে দেখা হইবে। শৈলেশের গতিক কি রকম বুঝিতেছেন? সুষুপ্তি স্বপ্ন ও জাগরণ এই তিন অবস্থার মধ্যে সে কোন্ অবস্থায় আছে? ছাপাখানার করাল কবলের ভিতর হইতে গ্রন্থাবলী ত সাড়া দিতেছে না— হতভাগ্যের কথা মনে করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়— আজকাল হতাশ হইয়া মনে না করিবারই চেষ্টা করি। ইতি ২৪শে কার্ত্তিক [১৩১০]।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

[জানুয়ারি ১৯০৪]

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

শরীর অপটু। মনও বিদ্যালয়ের অর্থচিন্তায় উৎকণ্ঠিত। রামায়ণের ভূমিকা যথেষ্ট মনোযোগের সহিত লিখিতে পারি নাই। সে ক্ষমতা এখন নাই। কবে হইবে অপেক্ষা করিয়া থাকিলে আপনার ক্ষতি হইবে। অতএব অসময়ের এই সামান্য উপহারটুকু লইয়া আমাকে স্মরণে রাখিবেন। প্রাপ্তি সংবাদটুকু দিবেন। ইতি ২০শে পৌষ [১৩১০]।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

[ফেব্রুয়ারি ১৯০৪]

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

প্রিয়বরেষু

অরুণ যখন ছুটির পরে বিদ্যালয়ে আসিয়াছিল তাহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলাম। সেই অবধি তাহার চিকিৎসা ও পথ্যে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইয়াছিল। এখন সে অনেক সুস্থ হইয়াছে। তাহার মাথা ঘোরা সারিয়া গেছে— তাহার গায়ের পাঁচড়া প্রভৃতি শুকাইতেছে এবং সে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রফুল্লতার সহিত অধ্যয়নে ও খেলায় মন দিতে পারিতেছে। তাহার জন্য আপনি লেশমাত্র চিন্তিত হইবেন না।

পত্রে আপনার অর্থের অভাব ও শরীর মনের অবসাদের কথা পড়িয়া কষ্ট বোধ করিলাম। ঈশ্বর আপনার এ দুর্য্যোগ দূর করুন।

মোহিতবাবু আসিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ইতি ৬ই ফাল্গুন ১৩১০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

[মার্চ ১৯০৪]

ওঁ

শিলাইদহ

প্রীতিভাজনেষু

আমার শরীর সুস্থ নহে। এখানকার আর সমস্ত খবর ভাল। অরুণ পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ কিন্তু নীরোগ নহে— তাহার জন্য আমার উদ্বেগ দূর হয়না— এবারে ছুটির সময় তাহাকে আমার কাছেই রাখিব।

"আমার জীবন" পুস্তকখানি উপাদেয়। শরীর তাজা থাকিলে সমালোচনা করিতাম। সমালোচনার ভার আপনিই গ্রহণ করিবেন। এরূপ গ্রন্থ গোপনে থাকিবার কোন কারণ দেখিনা।

বঙ্গদর্শন ত পাই নাই— আপনি কি সম্পাদকীয় নেপথ্যগৃহেই নৌকাডুবি পড়িয়া লইয়াছেন?

মোহিতবাবু বি, এ, পরীক্ষার কাগজ সংগ্রহের জন্য দিনদুয়েকের মত কলিকাতায় গিয়াছেন— বৃহস্পতিবারে ফিরিবার কথা। ইতি ৯ই চৈত্র ১৩১০

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

[শিলাইদহ] মার্চ ১৯০৪]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

মোহিতবাবু হয় ত সোমবারে আসিবেন। তাঁহার ওখানে গিয়া খবর লইবেন। একসঙ্গে আসিলেই সুবিধা হয়—কারণ এখান হইতে কুষ্টিয়ায় বন্দোবস্ত করা কিঞ্চিৎ চেষ্টাসাধ্য—মোহিতবাবুর জন্য ব্যবস্থা করিতেই হইবে—একসঙ্গে আসিলে আমাদের পক্ষে সুতরাং আপনাদের পক্ষে সুবিধা হইবে। নদীর জল কমিয়া যাওয়ায় ষ্টীমার একবার বই চলে না। সুতরাং ষ্টীমার খোয়াইলে, হয় সমস্ত দিনরাত্রি কুষ্টিয়ায় যাপন করিতে হয়, নতুবা নৌকাযোগে আসিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। নৌকাপথে অন্তত ৬।৭ ঘণ্টা লাগিতে পারে। এই সমস্ত বিবেচ্য।

অরুণকে যদি হোমিয়োপ্যাথি দেখাইতে পারিতেন ভাল করিতেন।

ছাত্রগুলিকে লইয়া নূতন ব্যবস্থা করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি শুক্রবার, [চৈত্র ১৩১০]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এপ্রিল ১৯০৪]

ওঁ

১১ই বৈশাখ, ১৩১১

প্রিয় সম্ভাষণমেতৎ

শৈলেশ বলে তাহার liability প্রায় ১২।১৩ হাজার হইবে। Assets অন্তত হাজার পনেরো টাকার আছে। যে দেনার স্থদ খাটিতেছে অর্থাৎ যাহা আশু পরিশোধ করা কর্ত্তব্য তাহার পরিমাণ ৬।৬॥ হাজার। বাকি টাকা ক্রমশঃ শুধিলে চলিবে ইত্যাদি।

বঙ্গদর্শন সমিতির কথা বলিয়াছি। যতীও উপস্থিত ছিলেন। আগামী রবিবারেই প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিবেন— আপনি সেক্রেটারি।

মহারাজ আজ লিখিয়াছেন— "বঙ্গদর্শন ও বোলপুর বিদ্যালয়ের জন্য কতক সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। বর্তমান বৈশাখ হইতে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে···৫০ টাকা আপনার কর্ম্মচারীর নামে মানি অর্ডার করা হইবে"।

অতএব নিশ্চিত হইবেন।

শৈলেশের নিকট হইতে কাগজপত্র সমস্ত লইবেন— যতী আপনাকে Review of Reviews পত্রিকা দিবে— আরো দুই একটা ইংরাজি মাসিকের জোগাড় করিতে পারিলে ইংরাজি বাংলা সাহিত্যে মিলাইয়া আপনার সাহিত্য প্রসঙ্গকে উপাদেয় করিতে পারিবেন।

এখনি mail ধরিতে যাইতে হইবে। অতএব বিদায়ের নমস্কার। অরুণকে সুস্থ রাখিবেন ও পড়ায় প্রবৃত্ত রাখিবেন। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩

[এপ্রিল ১৯০৪]

ওঁ

মজঃফরপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

শৈলেশকে অবশ্য হিসাব দেখাইতে হইবে। ব্যবসায়ের দস্তুর না মানিলে চলিবে কেন? আমি তাহার যে কয়টি দেনার কথা জানি তাহা এই :— মহিম ২॥০ হাজার, আর একব্যক্তি ২ হাজার, আমি ১ হাজার— এই সাড়ে পাঁচ হাজার তা ছাড়া উহাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে দেনা করিয়াছে তাহা আমি জানি— নিজের সম্বলও কিছু দিয়াছে তথাপি আমার বিশ্বাস ১০ হাজার টাকার উপরে দেনা হইবার কথা নহে। যাহা হউক্ দেনার হিসাব দূরে রাখিয়া দেখা যাইতে পারে assets কত আছে। তাহা এবং চল্‌তি কারবারের goodwill লইয়া তাহাকে কত দেওয়া যাইতে পারে ইহাই বিবেচ্য। অবশ্য নগেন্দ্রবাবু যদি এই কারবার গ্রহণ করেন তবে এই কোম্পানির সহিত আমার সম্বন্ধ পূর্ব্ববৎ থাকিবে— আমার সমস্ত গ্রন্থ ইঁহাদেরই হাতে রাখিব এবং সুবিধামত terms এই রাখিব। আপনি বোধহয় জানেন আমার সমস্ত গ্রন্থের স্বত্ব আমি বোলপুর বিদ্যালয়কে দিয়াছি— অথচ অর্থাভাবে আমি ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া ফিরিতেছি— কাজের লোকের হাতে পড়িলে এ দুর্দ্দশা হইত না এই জন্য এবং দুর্ভাগা শৈলেশের আসন্ন দুর্গতি স্মরণ করিয়া আমি কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

এখানে আমার শরীর ভালই আছে— ইতিমধ্যে আর জ্বর আসে নাই। চুপচাপ করিয়া কেদারা হেলান্ দিয়া পড়িয়া আছি— অল্প-স্বল্প লিখিতেছি, যথাসাধ্য খাইতেছি— ইহাতে জ্বর আসিবার কথা নয়।

আমি "বঙ্গবিভাগ" লইয়া বঙ্গদর্শনে একটা সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিয়াছি। আপনি "সাহিত্যপ্রসঙ্গ" লিখিবেন। পথের মধ্যে এক খণ্ড "হিন্দুস্থান রিভিয়ু" কিনিয়াছিলাম সেটা আপনাকে পাঠাইয়া দিব— তাহাতে সামাজিক প্রবন্ধ লইয়া আলোচ্য বিষয় আছে।

আপনার গল্পটি কি করিলেন? আপনাকে কিছুদিন কাছে পাইলে আপনাকে দিয়া আমি গল্প লিখাইয়া লইতে পারিতাম— Collaborationএ দুইজনে মিলিয়া গল্প লেখাও মন্দ নয়, ফ্রান্সে খুব চলিত আছে— একবার এই প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে। অরুণ ভাল আছে ত? তাহাকে পড়াশুনায় নিযুক্ত রাখিবেন। ইতি ১৬ই বৈঃ ১৩১১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪
[মে ১৯০৪]

ওঁ

মজঃফরপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

নগেন্দ্রবাবুর পত্রের উত্তর দিয়াছি দেখিয়া থাকিবেন। সমস্ত হিসাবপত্র দেখিয়া একটা সঙ্গত দর স্থির করাই business like হইবে।/এই মজুমদার লাইব্রেরির জাল ছিন্ন করিতে পারিলে আমি কতকটা সুস্থ হইতে পারিব। আপনি আমার এই যে উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কৃতকার্য্য হউন্ বা না হউন্ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকিবেন।✓

আপনাকে Hindustan Review পাঠাইয়া দিলাম। যতীকে লিখিয়া দিলাম আপনাকে Review of Reviews খানা পাঠাইয়া

দিতে। যদি Spectator কাগজ খানা জোগাড় করিতে পারা যায় তাহা হইতে লেখ্য বিষয় অনেক পাওয়া যায়।

আমি য়ুনিভার্সিটি বিল লইয়া আষাঢ়ের সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিয়াছি এবং আষাঢ়ের নৌকাডুবিও আজ শেষ করা গেল।

শৈলেশ Renal Colic লইয়া ভুগিতেছে— বোধহয় সেই জন্য সমিতির কার্য্য বিবরণ পাঠাইতে পারে নাই— যদিও, আমার বিশ্বাস এই Colic ধরিবার পূর্ব্বেই সে পাঠাইতে পারিত কিন্তু শৈলেশকে ত চেনেন। সে পিতৃদত্ত নাম সার্থক করিয়াছে— শৈলেশের মতই সে অচল।

বঙ্গদর্শনের বৈশাখ সংখ্যা পড়িয়া এখানকার পাঠকগণ বিস্তর ধিক্কার দিয়াছে— আপনারা যদি পারেন বঙ্গদর্শনের এই ম্লানিমা দূর করিয়া দিবেন— আমার আর সাধ্য নাই।

আপনার গল্পের বই পাইবার জন্য উৎসুক রহিলাম। ইতি
২১ বৈশাখ ১৩১১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

[মে ১৯০৪]

ওঁ

মজঃফরপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

মধ্যে কাশী ভ্রমণ করিতে গিয়া ভাল করি নাই— শরীরটা আবার কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তবু কলম ছাড়ি নাই একটু আধটু লেখা চলিতেছে— আষাঢ় মাসের নৌকাডুবি এবং সাময়িক প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই পাঠাইয়াছি। আজ প্রার্থনা বলিয়া একটা প্রবন্ধ পাঠানো গেল। ইহাতে আষাঢ় মাসের খোরাক চলিবে।

আপনিও আষাঢ়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ত? যতী লিখিয়াছে আপনাকে Review of Reviews দিয়াছে। Academy Spectator প্রভৃতি সাপ্তাহিক কাগজে অনেক আলোচ্য বিষয় থাকে। হেমবাবু (হেম মল্লিক) Academy প্রভৃতি অনেকগুলি কাগজ লইয়া থাকেন [য]দি যথাসময়ে ফেরৎ দিবার আশা [দি]য়া এই কাগজগুলি আপনি দেখিয়া লইবার বন্দোবস্ত করেন [ত] কেমন হয়?

সমিতির অধিবেশনটা নিয়মমত চালাইবেন।

নগেনবাবুর সঙ্গে বাঁকিপুর ষ্টেশনে চকিতের মত আমার দেখা হইয়াছিল। যদি তিনি হিসাব দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে— আমি আপনার পত্র পাইলে শৈলেশকে হিসাব দেখাইতে লিখিব।

ত্রিপুরা হইতে নিয়মমত টাকা আসা দেখিতেছি সন্দেহস্থল। একবার মহিম ঠাকুরকে আপনি দুঃখ নিবেদন করিবেন। যদি দুই চারিদিনের মধ্যে আসিয়া থাকে জোড়াসাঁকোয় খবর লইয়া জানিবেন। আমাদের কর্ম্মচারী যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামে আসিবার কথা। গগনদের বলিলে তাঁহারা যদুকে ডাকাইয়া খবর লইতে পারিবেন।

অরুণকে মোহিতবাবুর কাছে রাখিয়া দিন না— তাহার পড়াশুনাও হইবে— শারীরিক অযত্নও হইবে না। ইতি ২৯শে বৈঃ ১৩১১।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

[বোলপুর। জুন-জুলাই ১৯০৪]

ওঁ

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

বিদ্যালয়ের কাজে আকণ্ঠ নিমগ্ন আছি। পলায়ন ব্যতীত উপায় দেখিনা— অতএব কাল সোমবারে কন্যাগৃহে দৌড়িব। নিয়মাবলী মহারাজকুমারকে পাঠান গেল। এখানে আসিয়া সতীশের "গুরু-দক্ষিণা" গ্রন্থের একটা সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইয়াচি— আর কিছু লিখিবার সময় পাই নাই।

অরুণ ভাল আছে— ওজনে বাড়িতেছে। সাহিত্য প্রসঙ্গের কথা ভাবিতেছেন ত? ইতি রবিবার

[আষাঢ় ১৩১১]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ

"তিন বন্ধু" সম্বন্ধে আপনাকে যিনি যতই উৎসাহিত করুন আপনার এই বর্তমান পত্রলেখক বন্ধুটি সায় দিতে পারিতেছেন না— আর একখানা ভাল বই আপনাকে লিখিতে হইবে— আপনার ছেলেবেলার কথা, গ্রামের কথা, ঘরের কথা লইয়া একখানা খুবই সত্যকার বই লিখিবেন— তাহা হইলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

শ্রী

২৭

[অগস্ট ১৯০৪]

ওঁ

শুক্রবার

প্রিয়বরেষু.

বুধবার ত কাটিয়া গেল। আছেন কেমন? আমার শরীর অসুস্থ। আগামী রবিবারে সকালে গিরিধি রওনা হইব।

শমী মীরাকে পড়ান ও শেলাই শেখানোর জন্য মেম ঠিক করিতে পারিলেন? যদি স্থির হইয়া থাকে জোড়াসাঁকোয় সত্যকে জানাইবেন।

এখানে "গগনে গরজে মেঘ
ঘন বরষা।"

অরুণ বেশ ভাল আছে। এরূপ সুস্থ তাহাকে অনেক কাল দেখি নাই। /ভারতী বা বঙ্গদর্শনের জন্য লেখা আমার পক্ষে সম্প্রতি অসাধ্য হইয়াছে।/ [২৮ শ্রাবণ ১৩১১]

শ্রীরবীন্দ্র

২৮

[বোলপুর। অগস্ট ১৯০৪]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

সম্ভবত আপনি আজ বোলপুরে রওনা হবেন না— না হলেই ভাল, কারণ জুরির আকর্ষণে কাল রবিবারে আমাকে কলকাতায় যেতেই হচ্চে। যদি এ পত্র সেখানে পান অপরাহ্ণে দেখা করবেন। ইতি শনিবার [২৯শে শ্রাবণ ১৩১১]।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অগস্ট ১৯০৪]

ওঁ

গিরিধি

প্রিয়বরেষু

বাদ প্রতিবাদের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে তাহাতে আপনি মনকে লেশমাত্র ক্ষুব্ধ করিবেন না। আমার রচনায় যে শত্রুমিত্র সকলকেই জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে ইহা ভাল লক্ষণ জানিবেন। আমাকে কে আক্রমণ করিতেছে বা সমর্থন করিতেছে তাহা চিন্তার বিষয় নহে— আমার প্রবন্ধ যে দেশের মধ্যে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহা আনন্দের বিষয়।— বিরোধ এবং প্রতিবাদও একটা সত্যকে ব্যাপ্ত ও সুদৃঢ় করিয়া দিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া জানিবেন— অতএব আমার অবমাননায় আপনি কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। আমি এমন অনেকবার অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছি— আমাকে লইয়া অনেক তোলপাড় হইয়া গেছে আজ তাহার চিহ্নমাত্রও নাই অথচ আমি যেখানে ছিলাম সেইখানেই টিকিয়া আছি। অতএব ধৈর্য্য ধরিয়া বর্ত্তমান বাগ্‌বিতণ্ডার পরিণাম অপেক্ষা করিবেন।

আজ দেউস্কর মহাশয়ের বৈদ্যুত তাড়নায় শিবাজিউৎসব সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখিয়া পাঠাইলাম। যদি সুবিধা পান তবে তাহার এক কপি শৈলেশের কাছ হইতে লইয়া দেখিবেন।

এখানে আসিয়া অবধি রচনাকার্য্য যে বিশেষ অগ্রসর হইতেছে তাহা বলিতে পারিনা। এখনো আমার কল্পনাশক্তি প্রসুপ্ত আছে। ভাদ্রমাসের ভারতী আমার হস্তগত হয় নাই। পাঠাইয়া দিতে বলিবেন।

মীরার পাত্রসম্বন্ধে মোকাবিলায় আপনার সঙ্গে আলোচনা করিব। ইতি ১১ই ভাদ্র ১৩১১

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

গিরিডি

প্রিয়বরেষু

অরুণের জ্বর অল্পের উপর দিয়া গেছে শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হই নাই। ছুটি দিবার জন্যও তাড়াতাড়ি করি নাই। মোহিতবাবু অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া একেবারে হাল-ছাড়া গোছের এক চিঠি আমাকে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে যদি ভাল করিয়া আশ্বস্ত করিতে পারেন ত ভাল হয়।

অক্ষয় সরকার মহাশয় চিন্তিত স্বরে আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন আজ তাহার জবাব দিয়া দিলাম। আমার বিদ্যালয় বলিয়া বোলপুরের এই বিদ্যালয়টিকে আমি মুগ্ধ মমত্বের দ্বারা আবিষ্ট করিয়া ধরিতে সর্ব্বদাই নিজেকে বাধা দিই। মঙ্গলের পথে অবিচলিত থাকিয়া এ বিদ্যালয়ের যাহা হয় তাহাই হইবে— খ্যাতিও চাই না, আড়ম্বরও চাই না— কোনোমতেই ইহাকে আমি লোক-দেখানে করিয়া তুলিতে চাই না।

মনোরঞ্জনবাবু এখানেই আছেন— তাঁহার সঙ্গে প্রত্যহই আমার দেখা হয়। যোগরঞ্জনের মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি আমাদের বিদ্যালয়কে লেশমাত্র দায়ী করেন না। এমন কি, ছুটির পরে দেবরঞ্জনকেও তিনি সেখানে দিতে প্রস্তুত।

এবারে "নৌকাডুবি" লেখা শেষ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের লেখা শৈলেশের কাছে পাঠাইয়াছি। অগ্রাণেরটাতে হাত দিয়াছি। মনে হইতেছে মাঘ ফাল্গুন পর্য্যন্ত চলিতেও পারে— হয়ত বা এ বৎসরটা কাটিয়া যাইবে। অগ্রাণের সংখ্যায় রমেশের সাক্ষাৎ পাইবেন।

রথীর শরীর এখনো সম্পূর্ণ নিরাময় হয় নাই। আমি মোটের উপরে ভালই আছি। আপনার সমস্ত খবর দিবেন। ইতি ২০শে ভাদ্র ১৩১১

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

[এপ্রিল ১৯০৫]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

দুই একদিনের মধ্যেই যাইতেছি। ইতি ১৬ই বৈশাখ ১৩১২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২

[নভেম্বর ১৯০৫]

ওঁ

বোলপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

স্বদেশী আন্দোলন ইতিহাসের গুটিকয়েক সূত্র :—

প্রথম ইংরেজি শিক্ষার মত্ততায় বাঙালী ছাত্রদের মনে স্বদেশী-বিদ্বেষের উৎপত্তি হইয়াছিল। তখন শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী দেশের শিল্প সাহিত্য ইতিহাস ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজেদের দৈন্য কল্পনা করিয়া লজ্জাবোধ করিতেছিল এবং সকল বিষয়েই পাশ্চাত্ত্য অনুকরণই উন্নত culture বলিয়া স্থির করিয়াছিল।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা প্রযুক্ত অনেকে নাস্তিক ও অনেকে খৃষ্টান-ঘেঁষা হইয়া পড়িতেছিলেন।

সেই সময়ে রামমোহন রায়ের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মব্যাকুলতা

অনুভব করিয়া প্রাচীন শাস্ত্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। যদিচ প্রচলিত ধর্ম্ম-সংস্কার তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি স্বদেশের শাস্ত্রকেই দেশের ধর্ম্মোন্নতির ভিত্তিরূপে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনিই তত্ত্বোধিনী পত্রিকায় বেদ উপনিষদের আলোচনা ও বিলাতী বিজ্ঞানতত্ত্ব প্রভৃতির প্রচার বাংলা ভাষায় প্রবর্ত্তন করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ বিদেশী ধর্ম্ম হইতে স্বধর্ম্মে ও বিদেশী ভাষা হইতে মাতৃভাষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন।

কেশববাবুরা যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত হিন্দুসমাজের বিচ্ছেদ-সাধনের উপক্রম করিলেন তখন দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজকে ত্যাগ করিলেন না—ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দু-সমাজেরই অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিলেন। আধুনিক শিক্ষিত চিত্তকে স্বদেশের অভিমুখী করিবার এই প্রয়াস।

দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে আধুনিক শিক্ষার সহিত স্বদেশী ভাবের সমন্বয় চেষ্টা বরাবর কাজ করিতে লাগিল। হিন্দুমেলা এই স্বদেশী ভাবের আর একটি অভ্যুত্থান। দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, নবগোপাল মিত্রকে সাহায্য করিয়া এই মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে স্বদেশী শিল্পের, স্বদেশী মল্লবিদ্যার, স্বদেশী games এর প্রদর্শনী হইত—স্বদেশী গান গীত ও স্বদেশী কবিতা আবৃত্ত হইত।

তাহার পর বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকভাবে পরিপুষ্ট করিয়া দেশের শিক্ষিতগণকে মাতৃভাষায় জাতীয় সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করিয়া তুলিল। ইহার কিছুকাল পরে শশধরের প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসুকে লইয়া আমাদের পরিবারে সাধারণের অগোচরে স্বদেশীভাবের বিশেষরূপ চর্চ্চা হইতেছিল। গোপনে স্বদেশী দেশালাই ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত তাঁত প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই স্বদেশী

ভাবের উত্তেজনাতেই খুলনা হইতে বরিশালে ষ্টীমার চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়া ইংরেজ-কোম্পানির সহিত দারুণ প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন— তৎকালে বরিশালে স্বদেশীর দল তাঁহার সাহায্যের জন্য যেরূপ প্রচণ্ড উৎসাহে যাত্রী সংগ্রহ ও যাত্রী ভাগানর-কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এরূপ Fuller-এর আমলে ঘটিলে কি বিপদ হইত অনুমান করিবেন।

কন্‌গ্রেস গবর্মেণ্টের নিকট আবেদনের দিকেই শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের চেষ্টাকে প্রবৃত্ত করাইল।

৬ সাধনা পত্রে ও তাহার পরে অন্যত্র এইরূপ আবেদন নীতি ত্যাগ করিয়া আত্মশক্তি চালনার দিকে মন দিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বলেন্দ্রনাথ এবং আমাদের পরিবারের অনেকে যোগ দিয়া স্বদেশী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে৭

এই স্বদেশী ভাণ্ডারের ভগ্নাবশেষের উপরে Indian Stores এর অভ্যুদয়।

ইহার অনতিকাল পরেই Provincial Conference এ যাহাতে বাংলা ভাষায় দেশের আপামর সাধারণের নিকট স্বদেশের অভাব আলোচনা করা যায়— যাহাতে ইংরেজি ভাষায় কেবল রাজার নিকট আবেদনেই আমাদের কর্ত্তব্য নিঃশেষিত না হয় রাজসাহী কন্‌ফারেন্সে সত্যেন্দ্রনাথের নায়কতায় প্রথম সেই চেষ্টা করা হইয়াছিল, পর বৎসর ঢাকাতেও সেই চেষ্টা করা যায়।

স্বদেশী movement এর সঙ্গে এই সকল চেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রাচীন শাস্ত্রের দিকে মনকে টানিয়াছিলেন Politics সম্বন্ধেও সেইরূপ কিছুদিন হইতে দেশের লোককে দেশের দিকেই টানিবার চেষ্টা চলিতেছিল। তৎকালে শিক্ষিত লোকেরা যেমন সহজে শাস্ত্রের দিকে স্বদেশী ধর্ম্ম ও স্ব সমাজের দিকে ফিরিতে চাহেন নাই এখনকার দিনেও সেইরূপ

শিক্ষিত agitation ওয়ালা সহজে আবেদনের পালা বন্ধ করিয়া স্বদেশের জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়াইতে প্রস্তুত হন নাই।

নূতন পর্য্যায় বঙ্গদর্শনে এই আত্মশক্তি-চর্চ্চা ও স্বদেশী ভাবের দিকে দেশের চিত্ত আকর্ষণের জন্য উপদেশের প্রবর্ত্তন করা হয় এবং বোলপুরের বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষার ভার নিজের হাতে ও স্বদেশী ভাবে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় অগ্রণী। তিনি ইংরেজি ধরনের বিদ্যালয় দেশীয় লোকের দ্বারা চালাইতে সুরু করেন— আমার চেষ্টা যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার আদর্শ যথাসম্ভব স্বদেশী রকম হয়।

এইরূপ আন্দোলন যখন দেশে ভিতরে ২ চলিতেছে, তখন যোগেশ চৌধুরী কংগ্রেসে শিল্প-প্রদর্শনী খুলিয়া কংগ্রেসের আবেদন-প্রধান ভাবকে স্বদেশী ভাবে দীক্ষিত করিবার প্রথম চেষ্টা করেন— তাহার পর হইতে এই প্রদর্শনী বৎসরে ২ চলিতেছে।

ইতিমধ্যে আশু চৌধুরী বর্দ্ধমান কন্‌ফারেন্সে পোলিটিক্যাল ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে তর্ক উত্থাপন করিয়া গালি খান। কিন্তু দেশ অন্তরে অন্তরে স্বদেশী ভাবে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে পার্টিশন ব্যাপার একটা উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া এই স্বদেশী আন্দোলনকে স্পষ্টরূপে বিকশিত করিয়া তুলিল। বস্তুতঃ বয়কট করার ছেলেমানুষী ইহার প্রাণ নহে। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ ১৩১২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আর কাজের কথা তুলিবেন না— আমার এখন ছুটি। প্রবন্ধ লিখিবার কথা আমার মনেও নাই— দেশ যে আমার কোনো কথার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে এমন আমার ধারণা হইতেছেনা। এখানে খোলা মাঠের বিপুল রৌদ্রের মধ্যে মনটাকে একেবারে মুক্তি দিয়া চুপ করিয়া তপ্ত হাওয়ায় পড়িয়া আছি। কখনো বা নিতান্ত আলস্য ভরে অর্ধশয়ান অবস্থায় ছুটো একটা বাজে কবিতা লিখিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি [মহা]শয় আমি আমার অন্তরের অন্তরে জাতীয়তা স্বদেশিতা প্রভৃতি কথার···হইতে মুক্ত। যখনি অবকাশ পাই তখনি নিজের এই পরিচয় আমার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এ সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু বলিয়াছি নিশ্চয়ই তাহা অনেক মিথ্যায় বিজড়িত— তাহার মধ্যে শেখা বুলির ভাগই বিস্তর। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো স্বাধীনতা নাই— আমরা নূতন বন্ধনকেই মুক্তি বলিয়া ভ্রম করি। আমি এ সমস্ত জঞ্জালের মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে চাইনা— আগে বেশ একটু নিরালায় ভাল করিয়া নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লই— আগে নির্ম্মল অন্তঃকরণে সমস্ত জিনিসটাকে তলাইয়া দেখি— তার পরে যদি কথা বলার আবশ্যক থাকে ত কথা বলিব। আমি এখন লোকলোচনের অন্তরালে থাকিতে ইচ্ছা করি— আমার আর যশোমানে কাজ নাই। ভিড়ের মধ্যেই যদি দিন কাটাই তবে ঘরের কাজ কখন করিব? অতএব এবারে আমি সরিয়া পড়িলাম।

মহিমকে আজই একটা তাগিদ পত্র পাঠাইব। আপনি আমার বৎসর ফল গণনার জন্য ব্যস্ত হইবেন না।

পরীক্ষার কাজ শেষ হইয়া গেলে একবার না হয় বোলপুরে বেড়াইয়া যাইবেন। জায়গাটা দার্জ্জিলিং নয় সে কথা সত্য কিন্তু আমি দেখিয়াছি মানুষ গরম গরম বলিতে বলিতে অত্যুক্তি দ্বারা নিজেকে অধীর করিয়া তুলে। বোলপুরের গরম আমার কাছে একদিনও অসহ্য বোধ হয় নাই।

আশা করি আপনাদের সমস্ত মঙ্গল। ইতি ৯ই বৈশাখ ১৩১৩

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...চিহ্নিত অংশ কীটদষ্ট

৩৪

[জুন ১৯০৬]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

ক্লাসের ক্ষতি হইবে শুনিয়া অধ্যাপকদের এবং অরুণের অমতে অরুণকে পাঠাইতে দ্বিধা করিতেছিলাম— লোকেরও অভাব— কাহার সঙ্গে পাঠাই? আপনি আসিয়া যদি লইয়া যান তবে অল্পকালের জন্য তাহাকে ছুটি দেওয়া যায়।

বঙ্গভাষার অনতিবৃহৎ ইতিহাস যদি লেখেন তবে নিশ্চয় তাহা পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত হইবে। আমার বিশ্বাস জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ এ গ্রন্থ ছাপিবার খরচ দিতে কার্পণ্য করিবেন না। গ্রন্থ প্রকাশের কোনো ফণ্ড যে সঞ্চিত হইয়াছিল বা হওয়া সম্ভব এমন ত আমার মনে হয় না।

নৌকাডুবিকে নানা স্থানে খর্ব্ব করিয়া তাহাকে বেশ একটু আঁটসাঁট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এরূপ স্থলে তাহার অনেক

সুরচিত সুপাঠ্য অংশও নিশ্চয়ই বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু বাগান সাজাইতে হইলে আবশ্যক মত অনেক ভাল গাছও ছাঁটিয়া ফেলিতে *হয়— এ সকল কাজ নিপুণভাবে* করিতে হইলে নিষ্ঠুর ভাবেই করিতে হয়। নিজের লেখার সম্বন্ধে সুবিচার করা শক্ত— তাহার কারণ, অন্ধ মমত্ব বাধা দেয়— কিন্তু ছাঁটিবার বেলায় সেই মমত্ব অতি ছেদনের হাত হইতে রক্ষা করে। আমি যদি লেখক না হইয়া সমালোচক হইতাম হয়ত আরো অনেক বেশি কাটিতাম।

এখানে আসিয়া শরীরটা কলিকাতার চেয়ে অনেক ভাল আছে।

আপনাদের খবর ভাল ত? ইতি ১লা আষাঢ় ১৩১৩

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫

[অক্টোবর ১৯০৬]

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

সাময়িক সমস্ত প্রসঙ্গ বর্জ্জন করিলেও এবং গল্প উপন্যাস বাদ দিলেও গদ্য গ্রন্থাবলী নিতান্ত ছোট হইবে না। বোধ হয় ষোলো পেজি ফর্ম্মার অন্ততঃ ১০০ ফর্ম্মা হইবে। সমালোচকের সুতীক্ষ্ণ কুঠার হাতে লইয়া সংগ্রহ কার্য্যে প্রবৃত্ত আছি— বোধ হয় জঙ্গল আগাছা অধিক দেখিতে পাইবেন না— প্রত্যেক লেখাটিই পাঠ্য হইবে এইরূপ আশা করি।

প্রাচীন কবিতাসংগ্রহের যে প্রস্তাব আপনার নিকট করিয়াছি তাহা নিতান্তই প্রয়োজনীয় এবং আপনি ছাড়া আর কাহারো দ্বারা সাধ্য নহে। স্থির করিয়াছিলাম কয়েকমাস আমিই আপনাকে

সাহায্য করিব— কিন্তু এখানে নূতন ছাত্র ও রোগীদের জন্য ইমারত ঘর তৈরি করিতে হইতেছে— তাহাতে বিস্তর খরচ পড়িবে— অতএব এখন কিছুকাল আমার সম্বল কিছুই থাকিবেনা— তাহার উপরে বহু ব্যয়ে বই ছাপাই এমন শক্তি আমার নাই। ত্রিপুরা হইতে অর্থসাহায্য সম্প্রতি কোনোমতেই প্রত্যাশা করা যায় না— নাটোরকে টাকার কথা বলিতে আমি কুণ্ঠিত। যদি গগনরা এই ভার লইতেন ত বড় সুখের বিষয় হইত। আমার মত অক্ষমের কেবলমাত্র সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নাই।

আমার কাব্য সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লইয়া বাদ প্রতিবাদ করিবার কোনোই প্রয়োজন নাই। আমরা বৃথা সকল জিনিষকে বাড়াইয়া দেখিয়া নিজের মনের মধ্যে অশান্তি ও বিরোধ সৃষ্টি করি। জগতে আমার রচনা খুব একটা গুরুতর ব্যাপার নহে তাহার সমালোচনাও তথৈবচ। তা ছাড়া, সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ মত থাকে থাক্ না সেই তুচ্ছ বিষয় লইয়া কলহের সৃষ্টি করিতে হইবে না কি? আমার লেখা দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাল লাগেনা কিন্তু তাঁহার লেখা আমার ভাল লাগে, অতএব আমিই ত জিতিয়াছি— আমি তাঁহাকে আঘাত করিতে চাই না।

অরুণ কিঞ্চিৎ অসুস্থভাবেই এখানে আসিয়াছে— সৌভাগ্যক্রমে জ্বর দেখা দেয় নাই। আজ সকাল হইতে বৃষ্টির সহিত ঝোড়ো হাওয়া দিতেছে— আশা করি এই বাদলায় অরুণের অনিষ্ট করিবেনা। কলিকাতাতেও নিশ্চয় এইরূপ দুর্যোগ চলিতেছে।

ভূপেন্দ্রবাবু অত্যন্ত পীড়িত অবস্থায় বর্দ্ধমানে পড়িয়া আছেন— কাল তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার অবস্থা একান্ত উদ্বেগজনক।

আমি অগ্রহায়ণে বিদ্যালয় [···] দিন পনেরো কাজকর্ম্ম চালাইয়া

দিয়া বোটে যাইবার সংকল্প করিতেছি— আমার শরীর মন্দ নাই কিন্তু মনের ভিতরটা নির্জ্জনবাস ও বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। ইতি ১৩ই কার্তিক ১৩১৩

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬

[মার্চ ১৯০৭]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কোন্ তারিখে কখন আপনারা বহরমপুরে রওনা হইবেন জানিবার জন্য উৎসুক আছি কারণ সেই বুঝিয়া আমাকে এখান হইতে কলিকাতায় রওনা [হইতে] হইবে। হীরেন্দ্রবাবুর কাছ হইতে খবর লইয়া একথা আমাকে জানাইতে বিলম্ব করিবেন না।

· · কাছে ৫০০ টাকা গত আশ্বিনে পাইবার ওয়াদা ছিল— আজ পর্য্যন্ত পাই নাই। আমি স্বয়ং · · বাবুকে পত্র লিখিয়া তাহার উত্তরও পাই নাই। এদিকে এখানে আমাকে রোগী ছাত্রদের জন্য একটা চার কুঠরির পাকা ঘর তৈরি করিতে অনেকটাকা খরচ করিতে হইতেছে আপনি যদি দয়া করিয়া · · বাবুর দয়া আকর্ষণ করিতে পারেন তবে আমার ভার লাঘব হয়। তিনি কেন আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেছেন? ভবিষ্যতে কখনো কি আমাকে তাঁহার কোনো প্রয়োজন হইবেনা? না হইলেও আমি কি তাঁহার নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার পাইবার যোগ্য!

অরুণের খবর নিশ্চয় দিবেন। সে কেমন আছে কি করিতেছে

এবং তাহার সম্বন্ধে আপনাদের অভিপ্রায় আমাকে জানাইবেন—কারণ, আমার তাহা জানিবার অধিকার আছে। ইতি
৬ই চৈত্র ১৩১৩

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭

[১৯০৭]

ওঁ

শিলাইদহ

প্রিয়বরেষু

এইমাত্র আপনার বেহুলা ও ফুল্লরা পড়িয়া শেষ করিলাম।

আমি মনসার ভাসান পূর্ব্বে পড়ি নাই। সুতরাং আপনার বেহুলার সঙ্গে প্রচলিত গল্পের তুলনা করিতে আমি অক্ষম। কিন্তু তুলনা নাই হইল আপনার বইখানি পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। আমাদের দেশের বালক বালিকাদের পড়িবার উপযুক্ত করিয়া পুরাণ কথা রচনা করিবার জন্য আমি অনেকদিন হইতে অনেককে [উৎসা]হ দিয়াছি। সেই উৎসাহের···পরলোকগত সতীশের "গুরুদক্ষিণা" বইখানি রচিত হইয়াছে। সেই বইখানি আমার বিশেষ প্রিয়, আপনিও সেখানি পড়িয়া দেখিবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শৈলেশ এই গ্রন্থ প্রকাশ করাতে এটা যেন জগদ্দল পাথর চাপা পড়িয়াছে।

ফুল্লরা বইখানাকে যথোচিত বড় করিয়া তুলিবার জন্য আপনি অনেকটা বাহুল্য টানাবোনা করিয়াছেন। খুব শাদাসিধা না হইলে এ রকম গল্পের রস রক্ষা হয় না। একপ্রকার আত্মবিস্মৃত গ্রাম্য ভাবই ইহার···আপনি যেন সভ্যতার খাতিরে···

চিঠির বাকি অংশ লুপ্ত

[সেপ্টেম্বর ১৯০৮]

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আপনি নানা কাজে ব্যস্ত আছেন তবু আপনাকে আর একবার বিরক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আপনার প্রতি বোলপুর বিদ্যালয়ের কোনো দাবী নাই এমন কথা বলা চলেনা— সেই জন্যই এই বিদ্যালয় যদি কোনো বিষয়ে বঞ্চিত হইতে পারে— এমন আশঙ্কা ঘটে তবে তাহা দূর করিবার জন্য আপনাকে আহ্বান করিয়া নিষ্ফল হইবনা এরূপ আশা করিতে পারি। দুই সহস্র খণ্ড চারিত্রপূজা গ্রন্থ দুইবারকার বি এ পরীক্ষার্থী এবং অন্যান্য পাঠকদের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া যদি আপনার নিকট সম্ভবপর বোধ হয় এবং যদি দেখেন যে এখনো অনেক বই ভট্টাচার্য্যদের দোকানে বাকি আছে তবে আমাদের বঞ্চিত বিদ্যালয়ের দিকে তাকাইয়া সামান্য কিছুও যদি চেষ্টা করেন তবে আমি তৃপ্তিলাভ করিব। আপনি এমন কথা মনেও করিবেন না যে অরুণকে আমি কিছুদিন বিদ্যালয়ে রাখিয়া পড়াইয়াছিলাম বলিয়া আপনার প্রতি উৎপাত করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। অরুণ বিদ্যালয়ের প্রতি তাহার অন্তরের শ্রদ্ধাদ্বারা আমাদের গুরুদক্ষিণা পরিশোধ করিয়াছে তাহার চেয়ে অধিক আমরা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু আপনি নাকি ভট্টাচার্য্যদিগকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য বলিয়া আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন এই কারণে এই ঘটনায় আপনার কিছু দায়িত্ব আছেই। আমি সেইটুকুর প্রতি নির্ভর করিব। যদি প্রমাণ হয় যে ভট্টাচার্য্যরা আমাদের সম্বন্ধে ঠিক সাধুব্যবহার করেন নাই তবে আপনাকে কদাচ দোষী করিব এমন মনে করিবেন না—আমি আপনাকে কোনো প্রকারে অন্যায় দোষ

বা দুঃখ দিতে ইচ্ছা করিনা। কেবল আপনার সহায়তা প্রার্থনা করি মাত্র। এবং আপনিও বই কাটতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিরূপ অনুমান করেন তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আপনি আমার চেয়ে বোঝেন ভাল—এ সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে— সেই জন্যই আপনার শরণাগত হইয়াছি ইহাতে আমার প্রতি বিরক্তিবোধ করিবেন না। ইতি ২৮শে ভাদ্র ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯

[নভেম্বর ১৯০৮]

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আপনার প্রেরিত চেকটি অনাবৃষ্টির কালে মেঘোদয়ের মত দেখা দিয়েছে— ওকে শীঘ্র ভাঙিয়ে নিয়ে বর্ষণে পরিণত করবার ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি এই দুঃখ স্বীকার করে আমাদের কতটা দুঃখ লাঘব করেছেন তা জান্‌লে আপনি পুণ্যকর্ম্মসাধনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন।

আমার পিতা সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন সে সংবাদ আপনার কাছে এই প্রথম পাওয়া গেল। এই বইখানি সন্ধান করতে হবে। আপনি গগনদেরও একবার জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। আমার পিতার সমস্ত রচনা ছাপাবার যে প্রস্তাব করেচেন সেটা আলোচনা করে দেখব। এবার কলকাতায় গিয়ে সে সম্বন্ধে সন্ধান করা যাবে।

আশু মুখুজ্জে মশায়কে প্রাচীন বাংলা গদ্যপ্রকাশ সম্বন্ধে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখে পাঠাব।

আপনার নূতন রচনাটির জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে আছি। আপনি Y, M, C, A,তে কি এরই কোনো অধ্যায় সম্প্রতি পাঠ করেচেন?

অরুণকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪০

[জানুয়ারি ১৯১০]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কাল আপনার ওখানে নিমন্ত্রণে বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু নানা স্থান ঘুরিয়া কোনোমতেই সময় পাইলাম না—শরীরও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ১১ই মাঘের পূর্বে সময়মাত্রই ছিলনা—এখন এত অল্প সময় বাকী যে ইহার মধ্যে বিবাহের আয়োজন ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। সশরীরে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতে পারিলামনা বলিয়া অপরাধ [গ্রহণ] করিবেন না—আপনিও সম্ভবত সশরীরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু অরুণের ত কোনো বাধা নাই। বিবাহ ১৪ই মাঘ রাত্রি ৯টার সময়। বউ ভাত ১৭ই মাঘ রবিবারে মধ্যাহ্ণে।

এখন আপনার শরীর ত ভাল আছে?

[মাঘ ১৩১৬]
ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১

[জানুয়ারি ১৯১৩]

508 W. High Street
Urbana, Illinois
১৯ পৌষ ১৩১৯

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠিখানি পাইয়া খুসী হইলাম কিন্তু শরীর ভাল নাই জানিয়া ভাল লাগিল না।

সতীর তর্জ্জমার প্রুফ পাঠাইলেন লিখিয়াছেন, কিন্তু পাই নাই, বোধ হয় ভুলিয়াছেন। Paul Carus যে ধরণের বহি বাহির করেন তাহাতে মনে হয়না তিনি সতীর ইংরেজি অনুবাদ ছাপিতে প্রস্তুত হইবেন। আমার মনে হয় ইংলণ্ডে আপনার লেখা ছাপিবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ, সেখানে আপনার ইংরেজি গ্রন্থটি প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে। যে কেহ পড়িয়াছে সকলেই বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছে। অথচ ছাপা কদর্য্য এবং ছাপার ভুল অপর্য্যাপ্ত। যাহাই হউক সেখানে যখন আপনার আসন প্রস্তুত হইয়াছে তখন এ দেশের দিকে না তাকাইয়া সেই দিকেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইবে। আমার বোধহয় Everyman's Library Series এর মধ্যে যদি আপনার বই চালাইতে পারেন তবে খ্যাতি অর্থ দুইই জুটিতে পারে। তাহা[দের কাছে manuscript] পাঠাইয়া দিবেন। Ernest Rhys ঐ Series এর Editor। আমাদের কালী মোহনের সঙ্গে তাঁহার খুব ভাব হইয়াছে।

ম্যাকমিলানেরা আমার লেখাগুলি ছাপাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। তাহার লেখাপড়া চলিতেছে। কথার কবিতা আমি এখানে বসিয়া নিজেই অনেকগুলা করিয়া ফেলিয়াছি। আমি

দেখিলাম, নিজে না করিলে কোনমতেই সুবিধা হয় না। কারণ, বাংলার ভাষা ও ছন্দের সঙ্গীত ইংরেজিতে যখন আনা সম্ভব নয় তখন কেবল ভাবমাত্রটিকে অত্যন্ত সরল ইংরেজিতে তর্জ্জমা করিলে তবে তাহার ভিতরকার সৌন্দর্য্যটুকু ফুটিয়া উঠে। এই কাজটি আমার দ্বারা সহজেই হয়—কারণ সরল ইংরেজি ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছু হওয়া সম্ভব নহে, তার পরে নিজের ভাবটুকু অন্তত নিজে যথাসম্ভব বুঝি। সেদিকে ভুল হওয়ার আশঙ্কা নাই। ভাষাটাকে অত্যন্ত না জানার একটু সুবিধা আছে। অল্প জমি একজোড়া গোরু জুতিয়াও খুব ভাল রকম চাষ দেওয়া যায়—তেমনি নিজের সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে যেটুকু পারা যায় সেইটুকুর মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া বারবার করিয়া সেটাকে মাজাঘষা সহজ। যাহা ক্ষমতায় কুলায় না তাহা ছাড়িয়া দিই, যেখানে বাধা পাই সেখানে ঘুরিয়া যাই—নিজের জিনিষ বলিয়াই সেটা করা সম্ভব। এমন করিয়াও যে চলনসই কিছু খাড়া করিতে পারিব তাহা মনেও করি নাই—যাহা হউক চলিয়া ত গেছে। এখন লজ্জা ভাঙিয়াছে সাহস বাড়িয়াছে। তাই অনুবাদ জমিয়া উঠিতেছে। আজ এইমাত্র শারদোৎসব শেষ করিলাম—বোধ হইতেছে এটাও চলিবে। যাহাই হউক ভাল করিয়া পারি আর না পারি নিজের কবিতা নিজে তর্জ্জমা করা ছাড়া উপায় নাই।

আপনার সেই Selection ছাপা কতদূর হইল জানিবার জন্য উৎসুক আছি।

অরুণকে এবং বৌমাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এইমাত্র সতী পাইলাম। যদি বাহুল্য অংশ ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া মাজাঘষা

করা যায় তবে এ জিনিষ চলিতে পারিবে। মুস্কিল এই এদেশের লোকের সময় এত অল্প যে এরূপ কাজে কাহারো রীতিমত সাহায্য পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। যদি কোনো প্রকাশক ইহা গ্রহণ করে তবে তাহারা সম্ভবত কাহাকেও দিয়া ইহার ব্যবস্থা করিতে পারে। আজ রোটেনস্টাইনকে লিখিয়া দিলাম যদি তিনি Wisdom of the East অথবা Everyman's Library ওয়ালাদের দ্বারা আপনার এ বই মঞ্জুর করাইয়া লইতে পারেন। আগামী বসন্তে ইংলণ্ডে গিয়া আমি চেষ্টা দেখিব। আমেরিকার লোকেরা আমাদের দেশের মত—ইহারা ইংরেজ সমালোচকদের মুখ তাকাইয়া থাকে, ভালমন্দ নিজেরা বিচার করিতে সাহস করেনা—অতএব সেখান হইতে আদর না পাইলে এখানে প্রকাশক পাওয়া কঠিন।

৪২

[মার্চ ১৯১৪]

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আপনার পন্থা অনুসরণের চেষ্টায় আছি। কিছুদিন হইতে মস্তিষ্ক অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে। বিশ্রাম করিতে না পারিলে একদা ক্ষতিপূরণ একেবারেই অসম্ভব হইবে। তাই সকলপ্রকার অনুরোধ এবং আমন্ত্রণ দূরে রাখিতে হইয়াছে।

ক্ষিতিমোহনবাবু কয়েকদিনের ছুটি লইয়া রাজসাহিতে তাঁহার শ্বশুরালয়ে গিয়াছেন বোধহয় আর ৩।৪ দিন মধ্যেই ফিরিবেন তখন

আপনার প্রশ্নের উত্তর মেলা সহজ হইবে।

এখানে ব্যবস্থাবিভাগের কাজ এখন ত খালি নাই।

চিঠি সংক্ষেপে সারিতে হইল। ইতি ২৭ ফাল্গুন ১৩২০।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩

[ডিসেম্বর ১৯১৮]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আজ আপনার পত্রখানি পাইয়া আমার মনের একটি ভার নামিয়া গেল। আমার প্রতি আপনার চিত্ত প্রতিকূল এতদিন এই কথাই মনে জানিতাম। এরূপ বিশ্বাস কেবল যে পীড়াজনক তাহা নহে ইহা অনিষ্টজনক। আমাদের পরস্পারের মধ্যে এই সম্বন্ধ বিকার হইতে আপনি মুক্তিলাভের যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে আমাকেও মুক্তি দিয়াছেন— সেজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রহিলাম। আপনার সহিত পরিচয়ের আরম্ভ হইতেই আমি সর্বপ্রযত্নে আপনার সহিত সৌহৃদ্য স্থাপনেরই চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কেমন করিয়া যে বিপরীত ফল ঘটিয়াছিল তাহা আমার দুর্গ্রহই জানে— আমি এই জানি আমি কখনই স্বেচ্ছাপূর্বক আপনার ক্ষতি বা বিরুদ্ধতা করি নাই। কিন্তু এ সকল কথা বিচার করিবার আর প্রয়োজন নাই। জীবনের অনেক গ্লানি একে একে মুছিবার আছে, অথচ সময় আছে অল্প— এই যে একটা দাগ মন হইতে মিটিল সে বড় কম কথা নহে।

কয়েকদিন হইল আপনার নূতন বইখানি পাইয়াছি। কিছুকাল

হইতে এখানকার ছাত্রদের জন্য পাঠ্য রচনায় আমাকে এমন অধিকার করিয়াছে যে সমস্ত দিনে স্নানাহারের সময় ছাড়া সমস্ত সময়ই এই কাজে খাটাইতে হইয়াছে। লেখাপড়া সব বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে আপনার বইখানি এখানকার লাইব্রেরিতে চালান হইয়া হাতে হাতে ফিরিতেছে এইবার তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া পড়িব এবং কেমন লাগিল আপনাকে লিখিব।

এবারে কলিকাতায় গিয়া আপনার সঙ্গে এবং আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া এম, এ পরীক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আপনি শরীরে মনে স্বাস্থ্য ও শান্তিলাভ করুন অন্তরের সহিত এই কামনা করি। ইতি ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৫।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪

[ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

নন্দলাল এখনো কলকাতায়। ফিরে এলে বৃহৎবঙ্গে দৃষ্টিক্ষেপ নিশ্চয় করব।

শরীর যে ক্ষণভঙ্গুর আমার দেহ প্রতিদিন তার নিঃসংশয় প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হচ্চে। এতদিন মন তাকে বহন করে জীবনযাত্রায় সারথ্য করছিল, কিন্তু বাহন এখন পিছনের দিকে ঘন ঘন লাথি ছুঁড়তে সুরু করেছে— পিঁজরাপোলের অভিমুখে তাঁর সমস্ত ঝোঁক, বোঝা যাচ্চে লাগামটা ফেলে দিয়ে স্বেচ্ছায় যদি না নেমে পড়ি

তাহোলে ঝাঁকানি দিয়ে নামিয়ে ফেলবে হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে। এ অবস্থায় আমার কাছে যদি কিছু প্রত্যাশা করো তা হোলে তা পূরণের চেষ্টায় আমার নিঃস্বতা প্রকাশ পাবে। পূর্বকালের তহবিলের মাপে এখনকার দাবী অসঙ্গত হবে। ইতি ২৭।২।৩৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৫

[এপ্রিল ১৯৩৬]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

সবিনয় নমস্কারসম্ভাষণ

দীর্ঘকাল ব্যস্ত ছিলুম এবং স্বস্থানে ছিলুম না। ফিরে এসেছি, কিঞ্চিৎ অবকাশও পেয়েছি। আয়ু অল্পই অবশিষ্ট আছে, অবকাশও যে পরিমাণে দুর্লভ সেই পরিমাণেই স্পৃহনীয়, এ অবকাশ স্বল্প পরিমাণেও নষ্ট করতে ইচ্ছা করি না। গ্রন্থ সমালোচনা আমার ব্যবসা নয়, কাজটা অপ্রিয়। অভিমত প্রকাশ করতে লেশমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করিনে। এখন আমার একান্ত প্রয়োজন বিশ্রাম। বৃহত্তর বঙ্গ বইখানি অত্যন্ত বৃহৎ। ঐ রচনা বিচার করবার শক্তি আমার অল্প। অতএব স্তব্ধ থাকাই শ্রেয়। ইতি ৪।৪।৩৬— বাং ২০ চৈত্র ১৩৪২।

ভবদীয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন
কল্যাণ নিলয়েষু

বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ করবেন। বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী; কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলা পল্লী হৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বত উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন আত্মবিস্মৃত রসসৃষ্টি আর কখনো হয়নি। এই আবিষ্কৃতির জন্যে আপনি ধন্য। ইতি বিজয়াদশমী ১৩৪৬।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীনেশচন্দ্র সেন -লিখিত পত্রাবলী

শ্রীহরি শরণং

১

৮।১।৯৬

কুমিল্লা

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

বহুদিনের ইচ্ছা ছিল, আপনার নিকট একখানা পত্র লিখি; যেদিন "সাধনা আর বাহির হইবে না" এই দুঃখকর সংবাদ পড়িলাম, সেই দিন পত্র লিখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল—কিন্তু লিখি নাই; মনের নিভৃতে যে পূজা দিবার প্রবৃত্তি হয়, সাধক তাহা গোপন করেন, আমিও আপনার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির কথা লিখিতে কুণ্ঠিত ছিলাম। কিন্তু সাধনার লোপে মনে যে একটী অভাব হইয়াছে, তাহা পূরণ হইতেছে না, বাড়ীর চিঠির আশায় যেরূপ প্রীতিকম্পিত উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে ডাকঘরের প্রতি চাহিয়া থাকিতাম, সাধনার জন্যও কতকটা সেই ভাবের আগ্রহ জন্মিয়াছিল। শুনিয়াছি সারসপক্ষীর মৃত্যুকালের সংগীতটিই মধুরতম হয় সাধনারও শেষ "বিদ্যাসাগর"-কথা বড়ই মিষ্ট হইয়াছিল; উন্নত চরিত্রকে উন্নত মনে ধারণা করিবার শক্তি বাঙ্গলা সমালোচনায় সেই প্রথম পড়িয়াছিলাম; আলো ও ছায়ার যথাযথ সম্পাতে উজ্জ্বল করিয়া বিশাল শাল্মলীতরুর ন্যায় ছবিখানিকে ফুলপল্লবের ফ্রেমে বাঁধিয়া দেখাইবার পরিণত কৌশল, সেই প্রবন্ধে ঠিক চিত্রকরের তুলির যোগ্যই হইয়াছিল।

পূর্ণ লীলা দেখাইতে দেখাইতে সাধনার অবসান হইল; ক্রমে মন্দীভূত তেজে যাহা নিবিয়া যায়, তাহার শেষ দেখিতে মন অলক্ষিত ভাবে প্রস্তুত হয়; সাধনার শেষ দেখিতে আমরা সেরূপ প্রস্তুত হইতে

পারি নাই। 'সাধনা' গিয়াছে, সাধনার লেখক বর্তমান, ঈশ্বর তাহার আয়ু যশঃ লেখনী অক্ষয় করুন।

শ্রদ্ধা ও বিনয়াবনত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
ঠিকানা—হেডমাস্টার, ভিক্টোরিয়া স্কুল, কুমিল্লা

শ্রীযুক্ত তারাকুমার রায়ের বাসা
১৪ই ডিসেম্বর ১৮৯৯
[ফরিদপুর]

শ্রদ্ধাভাজনেষু

আপনার কণিকা নামক সুন্দর নীতিকাব্য উপহার পাইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছি। পুস্তকের অপূর্ব কবিত্ব হইতে কবির স্বহস্ত লিখিত প্রীতিসূচক ছত্রটি পর্য্যস্ত সকলই আমার চক্ষে সম্মানযোগ্য। এই কাব্য প্রকৃত ধনবানের হস্তের দান,—কণিকা হইলেও বিশেষ মূল্যবান; গল্পের পরিচ্ছদে নীতিকথা এরূপ মনোজ্ঞভাবে এদেশে আর গ্রন্থিত হয় নাই; ছোট ছোট সন্দর্ভগুলি ছোট ছোট বনফুলের ন্যায় এক এক প্রকার রূপ ও সুরভির পরিচয় দিতেছে, প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর এবং পাঠকহৃদয়ে এক একটি সমগ্র ভাবের চিত্র মুদ্রণ করিতে সক্ষম; এই নীতিকথা প্রসঙ্গে আমাদের অধঃপতিত জাতি সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তার উদয় হইয়াছে; অনেকগুলি গল্পে কবির স্বজাতির উন্নতি নির্দ্দেশক সহানুভূতি কাতর উপদেশ অতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই মহামূল্য উপহার দ্বারা সম্মানিত করার জন্য আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

ভবদীয় গুণানুরক্ত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ফরিদপুর
শ্রীযুক্ত তারাকুমার রায়ের বাসা
৯ই মাঘ, ১৩০৬।

শ্রদ্ধাভাজনেষু

আপনার নব কাব্যখানি কল্য পাইয়া সাগ্রহে আদ্যন্ত পড়িয়াছি; এই সুন্দর উপহার প্রাপ্তির সঙ্গে আমার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া কণিকার "উদারচরিতানাম্" কবিতার "সূর্য্য উঠি বলে তারে, ভাল আছ ভাই" প্রভৃতি ছত্র মনে পড়িল।

"কথা" কাব্যের মধ্যে যে নৈতিক মাধুর্য্য আছে, তাহাতে কবির কাব্যকলার শ্রেষ্ঠ পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে। কোশল রাজের শত্রু শিবিরে মহান আত্মসমর্পণ, একটি পূজার প্রদীপের ন্যায় শ্রীমতী দাসীর বৌদ্ধস্তূপ মূলে জীবন নির্ব্বাণ, বিগত সৌন্দর্য্য অনাথিনীর গৃহে উপগুপ্তের অপরূপ প্রতিশ্রুতি পালন, প্রজা দুঃখকাতর রাজার অভিনব প্রণালীর দণ্ড দ্বারা মহিষীকে দুঃখীর দুঃখ বুঝাইবার চেষ্টা, ভক্ত কবীরের পাপী রমণী ও তাহার চক্রান্তজনিত লোক-নিগ্রহকে প্রকৃত মাহাত্ম্য দ্বারা পরাজয় করা প্রভৃতি ভাবের সমস্ত গল্পই নৈতিক জগতের সুন্দর ও অদ্ভুত কথা। নির্ম্মম স্বার্থান্ধ সংসারে এই সন্দর্ভগুলি আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় আশ্চর্য্য, অথচ উহা বাস্তব জগতেরই কথা, কল্পনা নহে; গল্পগুলির অনুষ্ঠান জীবন্ত মাহাত্ম্য মনুষ্যত্বের প্রকৃত সম্মান রক্ষা করিতেছে। অনেকগুলি গল্পই কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িতে হইয়াছে, এই অশ্রুতে ক্ষণেকের তরে যেন মনের সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গিয়াছে ও কামনাহীন সততার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি। আমার দুঃখ-ক্লিষ্ট জীবনে এরূপ সুখপ্রাপ্তি বড় বিরল। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব উপাখ্যানগুলি প্রাচীন ভাষায় নানারূপ অলৌকিক ঘটনা ও আবর্জ্জনায় জড়িত ও তাহা সাধারণ পাঠকের

অনধিগম্য, আপনি সেগুলি নূতন কবিত্ব মন্ত্রপূতঃ করিয়া সরল বাঙ্গলা পদ্যে করুণ রসের উৎস সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি আমাদের বিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত হইতে দেখিলে সুখী হইব, কিন্তু ইহার উন্নত ও নির্ম্মল নৈতিকতত্ত্ব বালকগণের অভিভাবকগণের পাঠের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। আপনার অনুপমেয় শব্দলালিত্য, শিল্পীর ন্যায় গল্পের চারুগ্রন্থন, ও উৎকৃষ্ট কবিত্ব এই কাব্যের সর্ব্বত্র সুলভ, তাহা সমালোচকগণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবেন ; কিন্তু সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের ঊর্দ্ধে এক মহানৈতিক ব্রত উদ্‌যাপন চেষ্টায়ই বোধ হয় কবির জীবনেরও প্রকৃত সফলতা ; সেই নীতি সূত্রগুলি সরস কবিত্ব কৌশলে "কণিকা"য় প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তাহাদের অনুষ্ঠান ও দৃষ্টান্ত এই নূতন কাব্যখানিতে সঙ্কলিত হইল। এই পুস্তকের নাম কবি বিনয়সহকারে "কথা" রাখিয়াছেন, পাঠকগণ ইহা "কথামৃত" বলিয়া বুঝিতেছেন। বসন্তের প্রাক্কালে এই নির্ম্মল অধ্যাত্মরাজ্যের নূতন রাগিণী বাঙ্গলা কাব্যের সচরাচর লব্ধ সুরের এক গ্রাম ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, এই কাব্যখানি দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থান এক শ্রেণী ঊর্দ্ধে উন্নীত হইল, সন্দেহ নাই।

আপনার সদয় ও বহুমূল্য উপহারের জন্য আমার সসম্মান কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

বিনীত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ফরিদপুর
তারাকুমার রায়ের বাসা
২৯শে মার্চ্চ, ১৯০০

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

'কাহিনী' সাগ্রহে আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি; "কুন্তী-সংবাদ" ও "নরকবাস" দুইটি কবিতা করুণার প্রস্রবণ, উহাদের মর্ম্মান্তিক ছন্দ মনকে একান্ত দ্রব করিয়া ফেলে, এত অশ্রু উপহার আমি জীবনে অল্প কাব্যের উদ্দেশেই দিয়াছি। 'গান্ধারীর আবেদনে' দুর্য্যোধনের চিন্তাশীল দর্পকথায় রাজনীতির বিশ্লেষণ-কৌশল উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; কবি এই কবিতায় রাজদ্রোহ নিবারক বিধি প্রভৃতি বর্ত্তমান প্রসঙ্গের প্রতি আভাসে কটাক্ষ করিয়া মহাভারতীয় বীর চরিত্রের স্বরূপ বজায় রাখিয়াছেন এবং গান্ধারী চরিত্রে মাতৃস্নেহের উর্দ্ধে রমণী হৃদয়ের উদারতা প্রদর্শন করিয়া উহা মহামহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন।

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' আমি ইতিপূর্ব্বেই অনেকবার পড়িয়াছিলাম। উহা অনেকদিন যাবৎ আমার ক্লান্তিকর অবসরের সঙ্গী, ইহাতে রাণী কল্যাণীর চরিত্রের নৈতিক মাধুরীতে মন পবিত্র হইয়া যায়; যাঁহারা ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী মূর্ত্তির অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন সেই পৌরাণিক হিন্দুগণও দয়ার এমন একখানি মানসী মূর্ত্তি কল্পনা করিতে পারেন নাই। ক্ষুদ্র কবিতাব্যাপী এক অনুপম শুভ্ররহস্যের অভ্রালোকে এই দেব প্রতিমা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন; সরলতাময়ী কল্যাণী কুটিলতাকে কুৎসিত প্রতিপন্ন করিয়া, অভিসন্ধিকে ঔদার্য্যগুণে ব্যর্থ করিয়া নিন্দা ও যশঃ উভয়কে নির্ম্মল দেব হাস্যে উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর কল্যাণ ব্রত অব্যাহত রাখিয়াছেন। যে দাতার গৃহ বিচার-আলয়ের ন্যায় সঙ্কীর্ণ, "ফাঁকি দিয়া তারা

ঘোচায় অভাব, আমি দিই, সেটা আমার স্বভাব।" এই উদারনীতি-উজ্জ্বলিত কল্যাণীর গৃহের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না, সে যেন কাচ, এ যেন কাঞ্চন। অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পড়িয়া সেই "ক্ষীরো" একরূপই আছে পরিচারিকা অবস্থায় তাহার ইচ্ছা প্রতিরুদ্ধ হইত, রাণী হইয়া তাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রলয়ংকরী হইয়াছিল। প্রভুত্বের স্বপ্নভঙ্গে সে নিজের পরিচয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল এবং রাণী কল্যাণীর পদধূলি লইয়া নিজের অবনতি স্বীকার করিল, তাঁহার চরিত্র যেরূপ কৌশলে রক্ষিত হইয়াছে, এরূপ নিপুণ প্রণালী আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর খণ্ডকাব্যখানি পাঠ করিয়া কেবল 'কি সুন্দর'! 'কি সুন্দর'! বলিয়া হর্ষের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

আমার একটি দুঃখের কথা আছে, আপনাকে দেখি নাই; শিলাইদহ যাইবার পথ অসুবিধাজনক না হইলে ৫।৭ দিনের জন্য আপনার ওখানে যাইবার ইচ্ছা হয়, আমার শরীর কাতর কিন্তু গাড়ীতে এখন বোধ হয় কতকটা দূর যাইতে পারিব, আপনার সুবিধানুসারে ও শরীর কতক পরিমাণে ভাল থাকিলে আপনার চিরানুরক্ত ভক্ত তাহার কামনা পূর্ণ করিতে পারিবে। শিলাইদহ, ষ্টেশন হইতে কতদূর?

অনুগত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

২৮ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা
২৬শে আগষ্ট ১৯০০

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

বহুদিন হয় মহাশয়ের অপূর্ব্ব গীতিকাব্য ক্ষণিকা উপহার পাইয়া সম্মানিত হইয়াছি কিন্তু নিতান্ত পীড়িত থাকায় এ পর্য্যন্ত ক্ষণিকার দৈব প্রতিভাশালী কবির প্রতি চিত্তের ঐকান্তিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার আনন্দ লাভ করিতে পারি নাই। আমার স্নায়ব দুর্ব্বলতা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে একখানি সামান্য পত্র লিখিলেও অবসন্ন হইয়া পড়ি।

ক্ষণিকা সামাজিক হিসাবে একটুকু উচ্ছৃঙ্খল এবং বোধ হয় তজ্জন্যই উহা বিশেষরূপ উপাদেয় হইয়াছে। আমাদের মায়াবাদী সমাজ, রূপ মিথ্যা, জীবন মিথ্যা, যৌবন মিথ্যা প্রভৃতি সংস্কারাধীন হইয়া বাগ্দেবীর প্রবেশ একরূপ রোধ করিয়া রাখিয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে স্থানে সংসারের সকলই মিথ্যা, সেখানে কবি কোন্ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবেন! আপনার দৈব কবিত্ব পৃথিবীর প্রতি সৌন্দর্য্যটুকুর আস্বাদ অঙ্গীকার করিয়া এই তত্ত্বকণ্টকসংকুল সংসারকে ক্ষণেকের জন্য আবাস যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। কবির সুখের হাস্যে আমাদের 'নশ্বর' 'অসার' সংসার মুখরিত হইয়া নবশ্রী লাভ করিয়াছে এবং মায়াবাদ যেন আপনা হইতে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। কবির উচ্ছৃঙ্খলতায় নব জীবনের আনন্দ সূচিত হইয়াছে এবং উষর দুঃখময় ক্ষেত্রে গঙ্গাধারার ন্যায় একটি পুণ্য প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়াছে। কবি অশ্লেষাতে যাত্রা করিয়া অসময়ে অপথে চলিয়াছেন, শপথ করিয়া বিপথ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, মাতাল হইয়া গান গাহিয়াছেন, শুষ্ক ঋষির চিত্তে ও জ্যামিতির সূত্রে সত্যের আলয়

নির্দ্দেশ করিয়া "মিথ্যা যদি মধুর রূপে, আসত কাছে চুপে চুপে, তাহা হ'লে কাহার হত ক্ষতি। স্বপ্ন যদি ধরত সে মুরতি।" বলিয়া কল্পনার সৌন্দর্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, পুষ্প পল্লব শোভিত, আলোক চূর্ণ বিক্ষেপে উজ্জ্বল বনের সৌন্দর্য্য সম্যক রূপে উপলব্ধি করিয়া যৌবনের জন্য বানপ্রস্থের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কবি কলঙ্ক ও নিন্দাপঙ্কে তিলক টানিয়া হাসিতে হাসিতে প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন, গীতিগুলির সর্ব্বত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা ও সৌন্দর্য্য। এই অসংযতবাক্ অথচ সুন্দর কবিকে সামাজিকগণ কি বলিবেন? ইঁহার রমণীয়তা প্রতিরোধ করিবার উপায় নাই। ইনি হাসিয়া গাহিয়া চিত্ত অধিকার করিবেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রাচীন পুঁথি ছিঁড়িয়া তাঁহাদের টিকি ধরিয়া টানা হেঁচড়া করিবেন, ইঁহাকে কে কি বলিবে? ইনি অতৃপ্তির চক্ষু তৃপ্তির ফুলশার দ্বারা বিঁধাইয়া শিক্ষা দিয়াছেন অতীত ও ভবিষ্যত হইতে বর্ত্তমানই শ্রেষ্ঠ। এই মুহূর্ত্তের শ্রেষ্ঠত্বের বিজ্ঞাপনী লইয়া ক্ষণিকা আমাদের নিকট আসিয়াছে। কিন্তু ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক, প্রকৃত সৌন্দর্য্যের প্রতি কটাক্ষক্ষেপী আপাতচপল কবি মধ্যে মধ্যে যে সুগভীর রাগিণী জাগাইয়াছেন, তাহা ক্ষণিকায় ক্ষণ স্বপ্নকে গূঢ় তত্ত্ব-সমাবেশে মহান করিয়া তুলিয়াছে। "অন্তরতম" শীর্ষক কবিতার গুরুত্ব অনেক বিপুলকায় কাব্যও বহন করে না।

আমার শরীর অসুস্থ। লিখিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। হৃদয়ের আনন্দ কিছুই ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইলাম না।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র পুনর্মুদ্রণের জন্য কলিকাতা আসিয়াছি। আশা করি মহাশয় কুশলে আছেন,—আমার সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন।

বিনীত নিবেদক
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

২রা আশ্বিন, ১৩০৭
২৮নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

মহাশয়ের কৃপালিপি খানি পাইয়া প্রীত ও সম্মানিত হইয়াছি। এখানে আসা অবধি আমার শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষণিকার ক্ষণজন্মা কবি যে আমার প্রীতিজ্ঞাপক পত্রখানির আদর করিয়াছেন, ইহা আমার বিশেষ আহ্লাদের বিষয়।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ সম্বন্ধে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। যিনি পুস্তকখানির ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অনেকদূর অগ্রসর হইয়া শেষে ছাড়িয়া দিলেন, সুতরাং এখন আমার জনৈক বিশ্বাসযোগ্য প্রকাশক খুঁজিতে হইতেছে।

মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ আমার হৃদয়পোষিত চিরদিনের কামনা পরিতৃপ্তি স্বরূপ হইবে। শিলাইদহ যাইবার চেষ্টা করিয়া নানা কারণে বিফলকাম হইয়াছি। ফরিদপুর হইতে আসিবার সময় রেলে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পরিবারবর্গের ভীতি উৎপাদন করিয়া ছিলাম, এ অবস্থায় রেলপথে ভ্রমণ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। মহাশয় যখন কলিকাতায় পুনরায় আসিবেন, তখন দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে আমি মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া সাক্ষাৎ করিব। শৈশবকাল হইতে মহাশয় আমার হৃদয়ের প্রীতি ও ভক্তির অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছেন, মহাশয়ের দর্শন লাভ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

মহাশয়ের ভক্তদীন
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ভক্তিভাজনেষু,

আমার এখন হিসাব-নিকাশের সময় আসিয়াছে। আপনার কাছে আজ উপস্থিত হওয়ার তাহাও অন্যতম কারণ।

পারিবারিক কথা লইয়া যদি কোন সময়ে আমার সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটিয়া থাকে, অবশ্যই এতদিনে সে মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। বিশেষ যেদিন আপনি লিখিয়াছেন "যে কেহ মোরে দিয়েছে দুঃখ, চিনিয়েছে পথ তাঁর, তাহারে নমি আমি" সে দিনই আপনার শত্রুরা আপনার নিকট হার মানিয়াছে এবং নিতান্ত ছোট হইয়া গিয়াছে। আমি কোন সময়ে যদি আপনার মনে কষ্ট দিয়া থাকি, তজ্জন্য অনুতপ্ত আছি। তবে আমি যদি কিছু বলিয়া থাকি, তাহা ইচ্ছাকৃত নহে, সাময়িক উত্তেজনার ফলে এবং আমি কখনও আপনার নিন্দুকের দলে মিশি নাই। যাহা হউক আমি আপনাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনরায় নিবেদন করিতেছি যে আমার ক্রটি ক্ষমা করিবেন।

আমার 'নীলমাণিক' নামক একখানা ছোট বই কয়েকদিন হয় আপনার নিকট পাঠান হইয়াছে। এই বইখানি সম্ভবতঃ আপনার ভাল লাগে নাই। কিন্তু আমি আপনার নিকট শিক্ষার্থী এবং চিরদিনই উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করি। আপনি যদি ঐ সম্বন্ধে কিছু লিখেন, তবে তাহার কোন অংশ পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিব না, এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি। আমি মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করিব এবং শোধরাইবার চেষ্টা করিব।

আপনি বাংলায় এম, এ পরীক্ষার সম্বন্ধে "মডার্ণ রিভিউ"তে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহা আমরা পড়িয়াছি এবং আশুবাবু অতি আগ্রহের সহিত তাহা পড়িয়াছেন। তিনি বলেন ভাষার মুখে প্রাচীন আবর্জ্জনা ফেলিয়া তিনি তাহার প্রবাহ রোধ করিতে ইচ্ছুক নহেন। এ সম্বন্ধে আপনার মত উপদেষ্টা কেহ নাই। আপনি

এম-এ পরীক্ষার বোর্ডে যদি থাকিতে সম্মত হন, তবে আপনার ইচ্ছানুযায়ী অনেক কাজ হইবে। আশুবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তিনি ইউনিভার্সিটির কমিশনের কার্য্যে সারাদিন এত ব্যাপৃত যে বোলপুরে যাইতে পারিতেছেন না। আপনি এখানে আসিলে খবর পাইলে দেখা করিতে চেষ্টা পাইবেন।

সূচনায় হিসাব নিকাশের কথা লিখিয়াছি, ইহা কথার কথা নহে। আমি ৩½ মাস যাবত ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছি, রোজ সন্ধ্যার পরে জ্বর হয় এবং সারারাত্রি প্রবল জ্বর অনুভব করি। আত্মীয় ও ডাক্তাররা ভয় পাইয়াছেন, কারণ এখন আমার বয়স ৫০ এর উপরে। কিন্তু সংসারের হিসাব নিকাশ লইয়া চিরকালই গোল করিয়া মরিব, আমার স্রষ্টার এ উদ্দেশ্য নহে বোধ হয়।

আমার শরীর দিনের বেলায় কখনও কখনও ভাল থাকিলে গাড়ীতে কতকটা যাইতে পারি, কিন্তু সে শক্তিও বোধ হয় বেশী দিন থাকিবে না। আপনি এখানে আসিলে একবার আমাকে দেখিতে আসিবেন, তাহা হইলেই দেখিতে পাইব। আপনার পায়ের ধূলা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে পড়িয়াছে, এই ভরসায় এই অনুরোধ করিলাম।

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে আমি যাহা করিয়াছি, তাহা যদি ছেঁড়া কাগজের দামেই বিকায়, তজ্জন্য আমার কোন দুঃখ নাই, কারণ এখন আমার নিকট প্রতিষ্ঠা ও অপ্রতিষ্ঠা দুইই সমান। আমি কলিকাতায় যে ঠিকানায় আছি তাহা নীচে দিলাম।

আশা করি আপনি কুশলে আছেন।

৪৯।১এ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট — প্রণত

বাগবাজার — শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

শ্রীহরি

৪৯।১এ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা
৬।১২।১৮

ভক্তিভাজনেষু

আজ আপনার পত্রখানি পড়িয়া কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া উঠিয়াছে। আপনি দুর্দ্দিনে আমার অনেক উপকার করিয়াছেন, আপনার কথায় গগনবাবু আমাকে বাড়ী তৈরী করিবার খরচের অনেকাংশ বহন করিয়াছিলেন, আপনার কথায় আমার ত্রিপুরার বৃত্তি হইয়াছে, আমার আর্থিক কষ্টের সময় আপনি চিঠি পত্র দিয়া নানাভাবে আমার উপকার করিয়াছেন; আমার পুত্র অরুণচন্দ্রকে লইয়া যে সকল মনঃকষ্ট আমি পাইয়াছি, তাহার জন্য আপনাকে আমি কোন অনুযোগ দিতে পারি না, আপনি সদয় চিত্তে তাহাকে আশ্রয় দিয়া সেই সময়ে আমার হিত সাধন করিয়াছিলেন— শুধু তাহাই নহে, দরিদ্রের যে সকল পরিণাম চক্ষের উপর সর্ব্বদা দেখিতে পাই, হয়ত অরুণের রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া সেই দুর্গতি অনিবার্য্য হইত, আপনি তাহাকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছেন। এজন্য আমার ও তাহার উভয়েরই আপনার নিকট অসীম কৃতজ্ঞতার ঋণ আছে।

আমি যে সকল অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য আপনার নিকট আমার ক্ষমা প্রার্থনা করিবার দিন আসিয়াছে। পৃথিবীতে আসিয়া যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া চিনিলাম, যাঁহার কথায় ও ব্যবহারে আদর্শ পুরুষের অনেক গুণ দেখিলাম, তাঁহার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা না দেখাইতে পারিলে আমার অসহণীয় ক্ষুদ্রত্ব আমার নিজকে পীড়ন করিবে। আজ যুক্তকরে আপনাকে নমস্কার জানাইতেছি।

আশুবাবু বাঙ্গলাভাষাকে কিরূপে ইউনিভার্সিটিতে চালাইতে হইবে, তাহার উপদেশ আপনার নিকট চান। তিনি যাঁহাদিগকে কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ মনে করেন, তাহাদিগের উপর সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করেন; আপনার মতন এই বিষয়ে কে তাঁহাকে উপদেশ দিতে পারিবে? তিনি সশ্রদ্ধ ভাবে আপনার প্রত্যেক পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"নীলমাণিক" সাতদিনে লিখিত হইয়াছে, উহা আপনার পড়িবার যোগ্য হয় নাই; পুরাতন জিনিষের উপর আমার একটা ঝোঁক আছে, সে ঝোঁকটা বোধহয় রোগে পরিণত হইয়াছে। আপনার বিচার প্রতিকূল হইলেও অবনত মস্তকে মানিয়া লইব।

আমার দুই দিন জ্বর হয় নাই, এজন্য এই চিঠি নিজ হাতে লিখিতে পারিলাম। আপনার ক্ষমার মোহরাঙ্কিত পত্রখানি পাইয়া কত সুখী হইয়াছি, তাহা আর কি লিখিব উহা দুর্ল্লভবস্তুর মত রাখিয়া দিলাম।

চিরাশ্রিত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

৯

শ্রীহরি

7, Biswakosh Lane,
Baghbazar,
Calcutta

ভক্তিভাজনেষু,

অরুণ বলিতেছে, আপনি পরীক্ষকের কাজ গ্রহণ করিবেন না, এইরূপ চিঠি লিখিয়া পাঠাইবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রশ্ন একজনে করেন, আর একজনে দেখিয়া দেন, ইহাই সাধারণ

রীতি। সে অনুসারে আপনার কাজ আপনি করিয়াছেন, প্রত্যেকটি প্রশ্ন দেখিয়া দিয়াছেন। এবং আপনার অনুমোদন লইয়া আমি আশুবাবুকে বলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং ব্যাপারটা একবারে সমাধা হইয়া গিয়াছে। এখন যদি অন্যরূপ করেন, তবে কর্ত্তৃপক্ষ মনে করিবেন, আমি আপনার কোনরূপ বিরক্তির কারণ দিয়াছি— ইহা আমার পক্ষে বড়ই খারাপ হইবে। আশুবাবু আমাকে গালমন্দ দিবেন, যেহেতু সব হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমি তাঁহাকে জানাইয়াছি। যে প্রশ্নটি বাদ দিতে বলিয়াছিলেন, তাহা বাদ দিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ যদি এখন আপনি অস্বীকার করেন, তবে আর একজন যোগ্য পরীক্ষককে নিযুক্ত করিতে হয়, কারণ প্রত্যেক Paperএ দুইজন করিয়া পরীক্ষক থাকেন। আপনি না করিলে আর একজন হইবেন। আমার আবার তাঁহার কাছে যাইয়া প্রশ্ন দেখাইয়া অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। আমি অতিশয় অসুস্থ, আমার কাজ তাহা হইলে আরও বাড়িয়া যাইবে ও বড় ঝঞ্ঝাটে পড়িব। মহাশয় দয়া করিয়া যাহা অনুমোদন করিয়া দিয়াছেন, তাহা বহাল রাখিবেন। বরং কাগজ দেখা সম্বন্ধে অসুবিধা বোধ করিলে সেই কাজ অস্বীকার করিয়া চিঠি দিতে পারেন। যাহা শেষ করিয়া দিয়াছেন এবং আমি তদনুসারে জানাইয়াছি, তাহা বহাল রাখিতে আজ্ঞা করিবেন। আমি বড়ই অসুস্থ, তাহা না হইলে প্রণতিপূর্ব্বক এই নিবেদন জানাইতে নিজেই যাইতাম আমার অসুস্থ অবস্থায় আমার দুঃখের মাত্রা বাড়াইবেন না। আমার প্রণাম জানিবেন।

[১৯১৯ ?]

প্রণত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

শ্রীহরি শরণং

7. Biswakosh Lane
Baghbazar, Calcutta
২১শে মার্চ্চ, ১৯২৩

ভক্তি ভাজনেষু,

এবার মৃত্যু আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কি ভাবিয়া আবার ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে। আমি নিদারুণ রোগের শয্যায় ভগবানের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর আনিতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রায় ১৮ বৎসর অতীত হইল একদিন আমার শ্যামপুকুরের ছোট বাড়ীখানির দরজায় আমার পাঁচ বৎসরের ছেলে বিনয় তাহার মাথার এক বোঝা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল লইয়া আপনার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বোলপুরে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আবদার জানাইয়াছিল, আপনি তাহাকে নিবেন এই ভরসা দিয়াছিলেন।

আজ তাহার সেই দিন আসিয়াছে যখন আপনি তাহাকে বোলপুরে স্থান দিতে পারেন। আমার কৃত শত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া যে সৌহার্দ্যগুণে আপনি আমার ছেলেদের প্রতি করুণা দেখাইয়া আসিয়াছেন, আপনার সেই উদারতার উপর নির্ভর করিয়া আজ এই চিঠিখানি লিখিতেছি।

বিনয় ১৯২০ সনে ইতিহাসে ফার্ষ্টক্লাস বি, এ অনারসে ফার্ষ্ট হইয়া স্বর্ণ পদক ও উচ্চ বৃত্তি লাভ করে, ঐ বি, এ পরীক্ষায় সে ইংরাজির রচনায় সর্ব্বপ্রথম হয়। যিনি দ্বিতীয় হন, তিনিও ফার্ষ্টক্লাস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অপেক্ষা শ্রীমান বিনয় ২৬ নম্বর বেশী পাইয়াছে।

১৯২২ সনের Indian Historyতে এম, এ পরীক্ষায় সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার বিষয় ছিল Archaeology, সে

বিষয়ে তো সে প্রথম হইয়াছেই, অপর পাঁচটি বিষয় জড়াইয়াও সে সর্ব্বপ্রথম হইয়াছে। দ্বিতীয় যিনি হইয়াছেন, তিনিও প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়াছেন, তাঁহার সহিত বিনয়ের ৪০ নম্বরের তফাৎ।

প্রেসিডেন্সি কলেজে বিনয় প্রায় সমস্ত ক্লাসের পরীক্ষা, ষাণ্মাসিক পরীক্ষা ও বাৎসরিক পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম হইয়াছে ও ইংরেজীতেও অতি উচ্চ নম্বর পাইয়াছে। এই দুই বিষয়েই সে খুব ভাল।

সে ছয়বৎসর চেষ্টা করিয়া একখানি বাংলা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস লিখিবে, তজ্জন্য প্রাণপণ করিয়া খাটিতেছে। গত বৎসর সে চেষ্টা করিলে আশুবাবুর সাহায্যে ডিপুটি হইতে পারিত, কিন্তু সে কিছুতেই ডিপুটিগিরি করিবে না, আজীবন সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চ্চা করিবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি শোচনীয় অবস্থা। বোলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সে আজীবন কাজ করিতে অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইতেছে, আপনি আমার প্রতি সন্দিহান হইয়াছেন, কিন্তু আমার ছেলেদের হৃদয়ের উপর আপনি যে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া আছেন, তাহাতে সন্দিহান হইবেন না। আপনার উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম, আপনি শ্রীমানকে আপনার আশ্রমে জায়গা দিলে সে অন্য কোথায়ও যাইবে না।

প্রণত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

শ্রীহরি

৩০।৩।৩৬

ভক্তিভাজনেষু,

নন্দলালবাবুর সঙ্গে আপনার জন্য এক সেট "বৃহৎ বঙ্গ" (দুই খণ্ড) পাঠাইয়াছিলাম, তাহার প্রাপ্তি-স্বীকার করিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসে তাহা দাখিল করার দরকার হইয়াছে।

এই পুস্তক দশ বার বৎসর খাটিয়া লিখিয়াছি, সুতরাং আপনার মত ব্যক্তির নিকট তাহার একটা সমালোচনা চাহিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম, যদি আপনার স্বাস্থ্য ও অনবকাশ বশত আপনি তাহা না লিখিতে পারেন, তবে ক্ষুদ্র একটি মন্তব্যের সহজ সৌজন্য হইতে কেন বঞ্চিত হইব, তাহা বুঝিতে পারি না, এই পুস্তকের অনেক স্থলে আপনার কথা বহু সম্মানের সহিত উল্লেখ করিয়াছি। যিনি সমস্ত জগৎ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত, আমার মত ব্যক্তির সেইরূপ লেখা তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন। আমি যাহা চাহিয়াছি তাহা দাবী নহে, অনুগ্রহ, সুতরাং অনুগ্রহ-প্রার্থীর কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবার অধিকার নাই।

বিনীত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

শ্রীহরি শরণং

Phone South 1123,
"Rupeswar House"
Behala, P. O.
Calcutta

১৭।১০।৩৯

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

পূজার সংখ্যা বাতায়নে আপনি অতি অল্প কয়েকটি ছত্রে মৈমনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেরূপ সমালোচনা আপনি ভিন্ন অন্য কেহ করিতে পারিতেন বলিয়া আমার মনে হয় না, আপনার অন্তর্দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ ও সত্যাশ্রিত যে তাহাতে যে কোন বিষয়ের জটিলতা ভেদ করিয়া তাহার স্বরূপ উজ্জ্বল করিয়া দেখায়। আপনি বৃদ্ধ, কিন্তু মনের জগতে আপনার চিরযৌবন; তাহা বয়স এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। আপনার মন্তব্য ক্ষুদ্র একটি মণির ন্যায় বহুমূল্য ও উজ্জ্বল। আপনি আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করুন।

বহুদিন পরে আপনাকে চিঠি লিখিলাম, আমি আপনার অপেক্ষা ৫।৬ বৎসরের ছোট, তথাপি আপনার মত স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারি নাই। অনেক সময় বিছানায় মৃতের মত পড়িয়া থাকি এবং বিগত জীবনের সেই অধ্যায়টি বিশেষ করিয়া স্মরণ করি যখন আপনার দুর্লভ সঙ্গ ও সৌহার্দ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। আপনার স্মৃতিতে যদি সেই অধ্যায়ে কোন দাগ কাটিয়া থাকে, তবে হয়ত বুঝিবেন, আপনার প্রীতি ও সহৃদয়তা বঞ্চিত হইয়া আমি কতটা রিক্ত ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।

চিরানুরক্ত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

দীনেশচন্দ্র-প্রসঙ্গ

দীনেশচন্দ্র সেন

৩ নভেম্বর ১৮৬৬ - ২০ নভেম্বর ১৯৩৯

আমি আমার যমজ ভগিনী মগ্নময়ী দেবীকে সঙ্গে লইয়া মাতুলালয় [ঢাকা জেলার] বগজুড়ী গ্রামে এক আম্রবৃক্ষতলে আতুড় ঘরে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। কার্তিক মাসের ১৭ই, শক ১৭৮৮ শুক্রবার রাত্রি তখন ৪ দণ্ড বাকি আছে।

আমার পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র সেন ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সুয়াপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

...ইংরেজি শিক্ষার ফলে যাহা হইত তাঁহার তাহাই হইল, তিনি নব ব্রাহ্মমতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন।

...ঢাকা জেলা কোর্টের সরকারী উকিল গোকুলকৃষ্ণ মুন্সী মহাশয় তাঁহার কন্যা রূপলতা দেবীকে ইঁহার সঙ্গে বিবাহ দেন; তখন আমার পিতার বয়স ১৫।১৬।

...পাঁচ বছর বয়সে যথারীতি হাতে খড়ি হওয়ার পর আমি সুয়াপুর গ্রামে বিশ্বম্ভর সাহার পাঠশালায় লেখাপড়া করিতে সুরু করিয়া দেই।...

বিশ্বম্ভরের পাঠশালায় চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত পড়া শেষ করিয়া আমি মাণিকগঞ্জ মাইনর স্কুলে ভর্তি হইলাম।...[হেডমাষ্টার পূর্ণচন্দ্র সেনের] কাছে ইংরেজি প্রথম শিখিয়াছিলাম।...আমি তাঁহার কাছে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদের ব্যাখ্যা প্রথম শুনিয়াছিলাম।

...আমার সাহিত্য-জীবন অতি শৈশবেই আরব্ধ হইয়াছিল। যখন আমার সাত বৎসর বয়স, তখন আমি পয়ার ছন্দে সরস্বতীর এক স্তব লিখিয়াছিলাম। তৎপর কত যে কবিতা লিখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা ছিল না।

...দিদি মুক্তালতাবলী পড়িয়া শুনাইতেন। মুক্তা না দেওয়াতে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ মায়াপুরী নির্মাণ করিয়া বিরহী রাধার স্পর্ধা ভাঙিয়া দিয়াছিলেন। স্বর্ণবেত্র হস্তে রাধার অপেক্ষা রূপলাবণ্যশীলা রাজকুমারীরা নিথর রাত্রিতে তাঁহাকে গঞ্জনা ও ঠাট্টা করিয়া অনুতাপ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি দিদি এমনই

করুণ কণ্ঠে সুর করিয়া পড়িতেন যেন আমার চক্ষে ছবির পর ছবি ফুটিয়া উঠিত। রাধার দুঃখে শিশুহৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। সেই স্মৃতি হইতে ৪২ বৎসর পরে আমি গত বৎসর 'মুক্তাচুরি' [প্রথম প্রকাশ ১৪ এপ্রিল ১৯২০] বহি লিখিয়াছিলাম।

তার পর মাইনর ক্লাসে উঠিয়া আমি বাইরণের 'চাইল্ড হেরল্ড' ও 'ডন জুয়ান' প্রভৃতি পাঠ করি। সকলাংশ না বুঝিলেও যেটুকু বুঝিতাম তাহাতে আমার কল্পনা আমাকে অনেক দূর লইয়া যাইত। আমি খাতার পর খাতা পূর্ণ করিয়া কবিতা লিখিয়া তৃপ্তি বোধ করিতাম।

…যখন সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে পড়ি তখন একটা নোটবুকে এই মর্মে লিখিয়াছিলাম "বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব— যদি না পারি তবে ঐতিহাসিক হইব। যদি কবি হওয়া প্রতিভায় না কুলোয়, তবে ঐতিহাসিকের পরিশ্রমলব্ধ প্রতিষ্ঠা হইতে আমায় বঞ্চিত করে, কার সাধ্য?"

…কাব্যানুরাগ দিদি দিগম্বরী দেবী আমায় দান করিয়াছিলেন। তিনি যখন বৈষ্ণবপদ মৃদু স্বরে গাহিতে থাকিতেন, তখন আমার মনে যে আনন্দ হইত তাহা শুধু অশ্রুজলপ্লাবিত হইয়া ভাসিয়া যাইত না, তাহা আমার কল্পনার ঘরে আরতির ঘিয়ের বাতি জ্বালাইয়া দিত।

…ক্লাসে এবং পরীক্ষার ফল সম্পর্কে আমার খ্যাতি যে রূপই থাকুক, ঢাকা ছাত্রসমাজে শীঘ্রই সকলে জানিতে পারিল—আমি ইংরেজি কবিতা ও বৈষ্ণব-পদ ইত্যাদি এত পড়িয়া ফেলিয়াছি যে কেহই আমার সঙ্গে এই সকল বিষয়ে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

…ঢাকার বাসায় আমাদের পড়িবার আড্ডাটা কম জমকালো ছিল না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আমরা যেরূপ চর্চা করিয়াছি সেকালের ছাত্রদের মধ্যে কেউ সেরূপ করে নাই।

…আমি যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি তখন অক্ষয় সরকারের 'নবজীবন' প্রথম প্রকাশিত হয়। সে বোধ হয় ১৮৮৩ [১৮৮৪] সন হইবে। সেই বৎসরই আমার একটা কবিতা 'পূজার কুসুম' নবজীবনে প্রকাশিত হয়।

…ইংরেজি সাহিত্যের একখানি ইতিহাস ভারতীয় আদর্শের মাপ-কাঠিতে বিচার করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে শুরু করিব, এই সংকল্প করিতেছিলাম,

এমন সময় কলিকাতায় পিস্ এসোসিয়েশনের নোটিশ পড়িলাম, 'বঙ্গভাষা ও ও সাহিত্য' সম্বন্ধে গবেষণামূলক সর্বোত্তম প্রবন্ধের পুরস্কার একটি রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিচারক হইবেন চন্দ্রনাথ বসু ও রজনীকান্ত গুপ্ত।

আমি বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য লইয়া একদিন ঘাঁটাঘাটি করিয়াছিলাম, সুতরাং এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে সহজেই প্রবৃত্ত হইলাম।...পিস্ এসোসিয়েশন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য মনে করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আমি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম।

...কুমিল্লায় ১৮৯৬ সনে যখন আমি উৎকট রোগশয্যায় [মস্তিষ্ক পীড়ায়] পড়িয়াছিলাম, এবং যখন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রথম প্রকাশিত হয় [১ম ভাগ ২ ডিসেম্বর, ১৮৯৬] সেই সময়...আমি রবীন্দ্রবাবুর একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম। তাহা একটা গৌরবের জিনিস বলিয়া আমি অনেকদিন রাখিয়া দিয়াছিলাম। ছোট একখানি কাগজ দো-ভাঁজ করিয়া মুক্তার মতো হরফে কবিবর লিখিয়াছিলেন, সেই প্রত্যেকটি হরফ আমার নিকট মুক্তার মতো মূল্যবান বলিয়া মনে হইয়াছিল। বঙ্গ-সাহিত্যের রাজার অভিনন্দন সেই রাজ্যে নূতন প্রবেশার্থীর পক্ষে কত আদর-সম্মানের, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রথমবার কলিকাতায় আসিয়া একটি বছর ছিলাম, তখন আমি শয্যাগত— রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই। ফরিদপুরে থাকা কালে তিনি তাঁহার 'ক্ষণিকা' (প্রথম প্রকাশ ১৯০০) আমাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন আমার মন্তব্যসম্বলিত চিঠির উত্তরে বাং ১৩০৭ সনের ৩০শে ভাদ্র তারিখে তিনি লিখিয়াছিলেন—"আপনার সমালোচনাটি কবির পক্ষে যে কত উপাদেয় হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। অসুস্থ শরীরে [ও] যে এই পত্রখানি[১] লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সেজন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানিবেন।"[২]...

এই সময় হইতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে পত্র-ব্যবহার চলিয়াছিল। ১৯০১ সনে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া আমি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করি।

১ দ্র° দীনেশচন্দ্র সেন -লিখিত পত্রাবলী ৫

২ দ্র° রবীন্দ্রনাথ -লিখিত পত্র ২

…তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার পর অন্য সমস্ত প্রসঙ্গ ছায়ার ন্যায় মন হইতে চলিয়া যায়, এবং ছবির মতো তিনি সমগ্র মনটি দখল করিয়া বসেন। কতদিন আমার ন্যায় শ্রোতার সম্মুখে সারাটিদিন বীণা-নিন্দিত স্বরে তিনি গান গাহিয়া কাটাইয়াছেন— কতদিন সাহিত্যধর্মসমাজ-নীতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছে— তিনি নিত্যই নূতন হইয়া দেখা দিয়াছেন।

…আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি 'চোখের বালি' লিখিতে শুরু করেন।[১]

একবার তিনি আমাকে বোলপুরে যাইতে সাদর আহ্বান পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন "আপনি একবার আমার এলাকার মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহার পরে যে কাণ্ডটা করা যাইবে সে আমার মনেই আছে। তাই বলিয়া বিনোদিনীর রহস্য-নিকেতনে আপনাকে অকালে প্রবেশ করিতে দেওয়া আমার সম্পাদকধর্ম্মসঙ্গত হইবে কি না তাহা এখনো স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"[২]

কিন্তু চোখের বালি তিনি কিস্তিতে কিস্তিতে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার পূর্বে আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, বিনোদিনীর রহস্য-নিকেতনে আমাকে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। 'গোরা'রও অনেকটা ছাপা হইবার পূর্বে আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম।

…আমি নৌকাডুবি, চোখের বালি, গোরা পড়ি নাই, রবিবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম, তেমন আগ্রহে ইহার পূর্বে কোনো বই শুনি নাই।

…রবীন্দ্রবাবুর সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক গুণ তাঁহার ভগবৎপ্রীতি। ইহাই তাঁহার নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, খেয়া প্রভৃতি কাব্যের ছত্রগুলিকে এত উজ্জ্বল করিয়াছে। এই ভগবৎ-প্রীতি তাঁহাকে মনুষ্যসমাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেয় নাই, বরং সমস্ত মনুষ্যসমাজ, এমনকি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে তাঁহার নৈকট্য ঘনীভূত করিয়া আনন্দরসসিক্ত করিয়া দিয়াছে— ইহা শুধু তাঁহার কবিতার কথা নহে, ইহা শুধু প্রতিভার স্ফুরিত আকস্মিক আলো নহে— ইহা তাঁহার জীবনের কথা, তাঁহার সাধনা। তাঁহার বহু চিঠিপত্র আমার নিকট আছে; এই পত্রগুলিতে অনেকের মধ্যেই সেই সাধকের তপস্যা ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার

১ বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮ : গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৩০৯

২ দ্র° রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র ৫

বিরুদ্ধে একবার কোনো লোক বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ক্রমাগত বিদ্বেষের বিষ পত্রিকায় বর্ষণ করিতেছিলেন। আমি অন্যপ্রসঙ্গে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন "পত্রে আপনি যে কথার আভাসমাত্র দিয়া চুপ করিয়াছেন, সে কথাটা আমার গোচর হইয়াছে।…বিদ্বেষে কোনো সুখ নাই কোনো শ্লাঘা নাই, এইজন্য বিদ্বেষটার [বিদ্বেষ্টার] প্রতিও যাহাতে বিদ্বেষ না আসে, আমি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা [যত্ন] করিয়া থাকি।"[১]

…আমি প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্য সমূহ হইতে একটা বড় সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলন করিব এই জন্য তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং আমাকে লিখিয়াছিলেন "প্রাচীন কবিতা সংগ্রহের যে প্রস্তাব আপনার নিকট করিয়াছি, তাহা একান্তই [নিতান্তই] প্রয়োজনীয় এবং আপনি ছাড়া আর কাহারো দ্বারা সাধ্য নহে।"[২]

…যখন আমি বঙ্গভাষার ইতিহাস ইংরেজিতে লিখিতে আরম্ভ করি তখন কি ভাবে লিখিতে হইবে তৎসম্বন্ধে অনেক উপদেশ রবীন্দ্রবাবু দিয়াছিলেন।

…প্রদীপে কবি হেমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে প্রবন্ধটি রবীন্দ্রবাবুর বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তিনি বঙ্গদর্শনের সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শন পরিচালনার গুরুভার আমার উপর ছিল— অনেক পত্রে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বিলাতী ও দেশীয় অনেক কাগজ হইতে সন্দর্ভ সঙ্কলন করিবার জন্য সেগুলি আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

তাঁহার পত্রগুলির পাতা উল্টাইয়া সেই প্রীতি-সম্বন্ধের পূর্বস্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে।

দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত, 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' হইতে উদ্‌ধৃত।

১ দ্র° রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র ৬

২ দ্র° রবীন্দ্রনাথ -লিখিত পত্র ৩৫

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ

দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত পত্র

পত্রসংখ্যা

১

"পুত্রযজ্ঞ গল্পটি সম্পূর্ণ আমার নহে" : এ বিষয়ে বিশদ তথ্য গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে আছে। গল্পটি গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত।

২

ক্ষণিকা : প্রথম প্রকাশ ২৬ জুলাই ১৯০০।

"ক্ষণিকা পাইয়া আপনি যে পত্রখানি লিখিয়াছেন" : দ্র° দীনেশচন্দ্র-লিখিত পত্র ৫।

"আপনার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার" : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে। দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯০১ সনে।

৩

চোখের বালি : বঙ্গদর্শন পত্রে (১৩০৮ বৈশাখ-১৩০৯ কার্তিক) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

"আপনার বইখানি পাঠিকা সম্প্রদায়ের লুব্ধ হস্ত হইতে" : সম্ভবত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' দ্বিতীয় সংস্করণ বইখানির কথা বলা হইয়াছে।

৪

আপনার ছেলেটিকে : অরুণ—দীনেশচন্দ্রের মধ্যম পুত্র। ইঁহার প্রসঙ্গ পত্রান্তরেও আছে।

"আমার ছেলে অরুণকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলাম"।

—দীনেশচন্দ্র সেন। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য

"তাগিদ দিয়া সমালোচনা লিখাইয়া লইবার" : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' দ্বিতীয় সংস্করণের সমালোচনা বলিয়া অনুমিত।

৫

"বিনোদিনীর রহস্যনিকেতনে" : চোখের বালি ১৩০৭ সালের গোড়ার দিকে 'বিনোদিনী' নামে কবির খাতার মধ্যে খসড়া করা অবস্থায় পড়িয়া ছিল।

প্রিয়নাথ সেনকে লেখা অনেকগুলি পত্রে (চিঠিপত্র অষ্টম খণ্ড) 'বিনোদিনী'র প্রসঙ্গ আছে।—

"বিনোদিনীর খবর ভাল্। গোলেমালে দিনকতক তার কাছ থেকে ছুটি নিতে হয়েছিল গতকল্য থেকে আবার নিয়মিত হাজ্‌রি দিচ্চি। পত্রের এই অংশটুকু যদি তুমি কারো কাছে প্রকাশ কর তাহলে আমার সম্বন্ধে দ্বিতীয় আর একটি উপন্যাসের সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়।"

১৬ শ্রাবণ [১৩০৬] পত্র ৭৯

"আমার স্কন্ধে কবিতার পুরাতন জ্বর হঠাৎ চাপিয়াছে তাই বিনোদিনী উপেক্ষিতা।"

[১৮৯৯] পত্র ৮৭

"বিনোদিনীর সঙ্গে আমার দীর্ঘবিচ্ছেদ চল্‌চে। ছোটখাট নানা ব্যাপারে ব্যস্ত আছি।"

পত্র ৯০

"নাটোরকে সেই বিনোদিনীর গল্পাংশ একদিন শোনান গেল— তাঁর খুব ভাল লাগল। শোনাতে গিয়ে সেটা লিখে ফেলবার জন্যে আমারও একটু উৎসাহ হয়েছে— কিন্তু অন্য সমস্ত খুচরো লেখা শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে সেটায় হাত দিতে ইচ্ছা আছে।"

[ফেব্রুয়ারি ? ১৯০১] পত্র ১৩৬

"বিনোদিনী লিখ্‌তে আরম্ভ করেছি— কিন্তু তার উপরে ভারতী ও বঙ্গদর্শন উভয়েই দৃষ্টি দিয়েছেন।"

[মার্চ ১৯০১] পত্র ১৪৭

"বিনোদিনীকে লইয়াই ত পড়িয়াছি। তাহার একটা সদ্গতি না করিতে পারিলে আমার ত নিষ্কৃতি নাই। এই অপরিণত অবস্থায় ঐ গল্পটাকে কোন কাগজে দিতে আমার একেবারে ইচ্ছা নয়। গ্রন্থ আকারে সম্পূর্ণভাবে বাহির হইলেই আমার মনঃপূত হয়। কিন্তু একদিকে শৈলেশের তাড়না অপরদিকে অর্থাভাবেরও তাড়া আছে— তাই অপেক্ষা করা কঠিন হইয়াছে। গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া গোটা সাতেক পরিচ্ছেদ শেষ করিয়াছি— বিনোদিনী সবে রঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিতেছে মাত্র।"

[১৯০১] পত্র ১৫১

"বিনোদিনীকে তুমি প্রশংসার দ্বারা অধিক প্রশ্রয় দিয়ো না— যদি বিগ্‌ড়ে যায় ?"

[১৯০১] পত্র ১৫২

আলোচ্য পত্র -প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখিতেছেন—

"কিন্তু চোখের বালি তিনি কিস্তিতে কিস্তিতে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার পূর্বে আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, বিনোদিনীর রহস্যনিকেতনে আমাকে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন।"

—দীনেশচন্দ্র সেন। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য

৮

"আপনার বইখানি" : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২য় সংস্করণ।

৯

পত্রে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের সমালোচনার কথা বলা হইয়াছে। সমালোচনাটি বঙ্গদর্শনের শ্রাবণ ১৩০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত। 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত।

আলোচনা সমিতি : "রবিবাবুর উদ্যোগে বঙ্গদর্শন চালাইবার জন্য ও সাহিত্যিক চর্চার নিমিত্ত আমরা মজুমদার লাইব্রেরীর উপরে একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম।"

—দীনেশচন্দ্র সেন। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য

"মজুমদার এজেন্সীর (পরে মজুমদার লাইব্রেরি)··· অন্তর্গত 'আলোচনা সভা' বিলাতী সাহিত্যিক ক্লাবের অনুকরণে গড়া হয় ; রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ এখানে পঠিত হয় ; তৎকালীন একদল সাহিত্যিকের এইটি ছিল মিলনকেন্দ্র ও মজলিশ।"

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড

১১

"ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন" : মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু (৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯)।

জামাতা : মধ্যমা কন্যা রেণুকার স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

১৫

পত্রে দীনেশচন্দ্র সেন -প্রণীত 'রামায়ণী কথা'র আলোচনা করা হইয়াছে। "কিছুকাল হইতে অনুরোধ আসিতেছে বন্ধু দীনেশচন্দ্র সেনের নিকট হইতে, তাঁহার 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকার জন্য। দীনেশচন্দ্র রামায়ণের অনেকগুলি চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বঙ্গদর্শনে (১৩১০) প্রকাশ করিয়াছিলেন ; সেগুলি এখন গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইতেছে ; তজ্জন্য একটি ভূমিকার প্রয়োজন।"

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড

এ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"রবীন্দ্রবাবু··· রামায়ণী কথার শুধু ভূমিকা নহে তাহার প্রত্যেকটি চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ সকল মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, যাহাতে গ্রন্থকার অত্যন্ত উপকৃত এবং উৎসাহিত হইয়াছিলেন।"

—দীনেশচন্দ্র সেন। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য

১৬

পত্রে 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকার কথা বলা হইয়াছে। এই ভূমিকার কথা পরবর্তী পত্রেও উল্লেখিত। ভূমিকাটি 'রামায়ণ' শীর্ষক প্রবন্ধ রূপে 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত।

"আপনার মাথার অসুখ" : ১৮৯৬ সনে কুমিল্লায় অবস্থান কালে দীনেশচন্দ্র উৎকট শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। এই রোগভোগ দীর্ঘকাল চলে।

১৭

গ্রন্থাবলী : কাব্যগ্রন্থ [১৯০৩-১৯০৪]। ইহা রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যসংগ্রহ।

মোহিতচন্দ্র সেনকে এক পত্রে লিখিতেছেন—"গ্রন্থাবলী নূতন আকারে বাহির করিবার জন্য অন্তরের মধ্যে জানি না কেন তাড়া আসিতেছে। তাহা ছাপাখানায় পাঠাইয়াছি।"

—পত্রাবলী। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৯

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যসংগ্রহ—'কাব্যগ্রন্থাবলী' সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩০৩ সালে প্রকাশ করেন।

১৮

রামায়ণের ভূমিকা : রামায়ণী কথার ভূমিকা।

২০

"আমার জীবন": রাসসুন্দরী দাসী -লিখিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার ভূমিকা এবং দীনেশচন্দ্র সেন গ্রন্থপরিচয় লিখিয়াছিলেন।

"আপনি কি সম্পাদকীয় নেপথ্যগৃহেই নৌকাডুবি পড়িয়া লইয়াছেন?" : 'চোখের বালি' রচনার প্রায় আড়াই বছর পর 'নৌকাডুবি' বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে শুরু হয় (১৩১০ বৈশাখ-১৩১২ আষাঢ়)।

২২

মহারাজ : ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য। এই বৎসর (১৯০১) কবি দার্জিলিঙে ত্রিপুরার মহারাজের অতিথিরূপে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে 'বঙ্গদর্শন' পরিচালনার সমস্যা লইয়া আলোচনা কালে মহারাজ পত্রিকাটিকে আশ্রয়দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

২৩

আলোচ্য পত্রে শৈলেশ [শৈলেশচন্দ্র মজুমদার] সম্বন্ধে যে মন্তব্য রহিয়াছে সেই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্যও উদ্ধারযোগ্য।—

"এই ব্যক্তি [শৈলেশচন্দ্র] অদৃষ্টের কি রহস্যে পুস্তকের দোকান খুলিয়াছিলেন জানি না, হিসাব-সম্বন্ধে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান একেবারে ছিল না। বন্ধুদের জন্য টাকা খরচ করিতে তাঁহার মত মুক্ত-হস্ত ব্যক্তি প্রায় দেখা যায় না। ধার দিলে তাঁহার কাছে ফিরিয়া পাওয়া বড় শক্ত ছিল, নিজের হউক, পরের হউক টাকা পাইলে তাহা খরচ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করিতেন না।"

—দীনেশচন্দ্র সেন। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য

বঙ্গবিভাগ : দ্র° সাময়িক প্রসঙ্গ, বঙ্গদর্শন জ্যৈষ্ঠ ১৩১১। পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ড।

২৪

য়ুনিভার্সিটি বিল : দ্র° বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১১। আত্মশক্তি, রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড।

২৫

প্রার্থনা : দ্র° বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১১। ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড।

২৬

গুরুদক্ষিণা : বোলপুর বিদ্যালয় হইতে প্রথম প্রকাশিত। সমালোচনা ; বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১১।

তিনবন্ধু : দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত উপন্যাস (১৫ জুলাই ১৯০৪)।

"একখানা খুবই সত্যকার বই লিখিবেন" : সম্ভবত কবির এই প্রেরণাতেই পরবর্তীকালে 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' (১৩২৯) রচিত হয়।

২৯

"বাদ প্রতিবাদের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে" :

রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ লইয়া এই সময়ে যে বাদ-প্রতিবাদ হয় পত্রে সম্ভবত তাহারই কথা বলা হইয়াছে।

"স্বদেশী সমাজ -শীর্ষক যে প্রবন্ধ আমি প্রথমে মিনার্ভা ও পরে কর্জন-রঙ্গমঞ্চে পাঠ করি [৭ শ্রাবণ ১৩১১, ১৬ শ্রাবণ ১৩১১] তৎসম্বন্ধে আমার পরম শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন।" তাহারই উত্তরে "সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাকারে লিখিত" 'স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট' মুদ্রিত হয় বঙ্গদর্শনের আশ্বিন ১৩১১ সংখ্যায়।

অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়া লিখিত পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের 'স্বদেশী সমাজের ব্যাধি ও চিকিৎসা' প্রকাশিত হয় প্রবাসী ১৩১১ শ্রাবণ সংখ্যায়।

পৃথ্বীশবাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন 'আবেদন-না আত্মচেষ্টা ?' ভারতী ১৩১১ আশ্বিনে।

শিবাজিউৎসব : "শিবাজিউৎসব এতদিন মারাঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এই সময় সখারাম গণেশ দেউস্কর ইহাকে বাংলাদেশে প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি 'শিবাজির দীক্ষা' নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন, রবীন্দ্রনাথ উহারই ভূমিকাস্বরূপ 'শিবাজিউৎসব' নামে কবিতা লিখিয়া দেন।"

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড

কবিতাটি ১৩১১ সালের আশ্বিন মাসে যুগপৎ ভারতী ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত। সঞ্চয়িতায় সংকলিত।

৩২

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : প্রথম প্রকাশ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ

কেশববাবুর ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ : ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ

হিন্দুমেলা : ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ

বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন : প্রথম প্রকাশ ১৮৭২

'শশধরের প্রাদুর্ভাব' : শশধর তর্কচূড়ামণি। ১৮৮৫

সাধনা : প্রথম প্রকাশ ১৮৯১

রাজসাহী কন্‌ফারেন্স : নাটোর ১৮৯৭

বঙ্গদর্শন নূতন পর্যায় : ১৯০১

বর্ধমান কন্‌ফারেন্স : ১৯০৪

৩৫

গদ্যগ্রন্থাবলী : ১৩১৩ সালের শেষ দিকে কবি গদ্যগ্রন্থাবলী সম্পাদনে মন দিয়াছেন। ইতিপূর্বে তাঁহার কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) সম্পাদিত হইয়াছে। গদ্যগ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড ১৩১৪ সালে প্রকাশিত। মজুমদার লাইব্রেরি ইহার প্রকাশক।

৩৭

বেহুলা ও ফুল্লরা : দীনেশচন্দ্র সেন -প্রণীত গ্রন্থদ্বয়। বেহুলা (প্রকাশ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭), ফুল্লরা (প্রকাশ ৯ মার্চ ১৯০৭)

৪০

পত্রে রথীন্দ্রনাথের বিবাহের কথা বলা হইয়াছে

৪১

সতীর তর্জমা : Sati (10 Oct. 1916) 'গ্রন্থকার-কৃত সতীর ইংরেজি অনুবাদ'।

ইংরেজি গ্রন্থটি : History of Bengali Language and Literature (1911)

"আমি ১৯০৭ সনে ইংরেজীতে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ইতিহাস রচনা করি। যাঁহারা এই বই দেখেন নাই, তাঁহাদের অনেকে মনে করিয়া থাকেন ইহা আমার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক বাঙ্গলা গ্রন্থের ইংরাজি তর্জমা। এই ধারণা একেবারে ভুল। দুই পুস্তকের বিষয়গত সাদৃশ্য অবশ্যই আছে, কিন্তু ইংরেজী বই সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে লেখা।...তাহা ছাড়া অনেক নূতন কথা এই পুস্তকে সন্নিবেশ করা হইয়াছে যাহা 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' নাই।...এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর য়ুরোপের বিখ্যাত

পত্রিকা সমূহে যে সকল সমালোচনা প্রকাশিত হয়—তাহা আমার পক্ষে খুব শ্লাঘনীয় হইয়াছিল।"

—দীনেশচন্দ্র সেন। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য

৪৪

নূতন বইখানি : 'নীলমাণিক', প্রকাশ ভাদ্র ১৩২৫। দ্র° দীনেশচন্দ্র সেন -লিখিত পত্র ৭

৪৫

বৃহৎ বঙ্গ : দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত গ্রন্থ (সেপ্টেম্বর ১৯৩৫)। দ্র° দীনেশচন্দ্র সেন -লিখিত পত্র ১১

৪৬

বৃহত্তর বঙ্গ : বৃহৎ বঙ্গ

৪৭

ময়মনসিংহ গীতিকা : দীনেশচন্দ্র সেন -"কর্তৃক সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত।"

দীনেশচন্দ্র সেন -লিখিত পত্রাবলী

১

সাধনা : সাধনা পত্রিকা (১২৯৮ অগ্রহায়ণ-১৩০২ কার্তিক)

বিদ্যাসাগর কথা : বিদ্যাসাগরচরিত, সাধনা ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

২

কণিকা : প্রকাশ ৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬

৩

কথা : প্রকাশ ১ মাঘ ১৩০৬

৪

কাহিনী : প্রকাশ ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬

কুন্তী-সংবাদ : কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

ক্ষণিকা : প্রকাশ ২৬ জুলাই ১৯০০

"মহাশয়ের কৃপালিপিখানি পাইয়া" : দ্র° রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র ২

৭

"যে কেহ মোরে দিয়েছে দুঃখ" ছত্রটি নিম্নলিখিতভাবে পড়িতে হইবে—

যে কেহ মোরে দিয়েছ দুখ
দিয়েছ তাঁরি পরিচয়
সবারে আমি নমি।

—দ্র° গীতবিতান

বঙ্গদর্শনে (শ্রাবণ ১৩১১) 'নমস্কার' শিরোনামে প্রথম প্রকাশকালে ছত্রটি এইরূপ ছিল—

যে কেহ মোরে দিয়েছে দুখ,
দিয়েছে তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।

'নীলমাণিক' : দ্র° রবীন্দ্রনাথ লিখিত পত্র ৪৪

"আপনি বাংলায় এম. এ. পরীক্ষার সম্বন্ধে মডার্ণ রিভিউতে যে চিঠি লিখিয়াছেন" : এই সঙ্গে মডার্ণ রিভিউ হইতে পত্রখানি সংকলিত হইল।—

VERNACULARS FOR THE M.A. DEGREE

The following letter was written by Sir Rabindranath Tagore to a correspondent, and is published with the latter's permission. Ed., M.R.

Dear—,

It is needless to say that it has given me great delight to learn of Sir Ashutosh's proposal for introducing Indian vernaculars in the university for the M. A. But at the same time I must frankly admit the misgivings I feel owing to my natural distrust of the spirit of teaching that dominates our university education. Vernacular literature, at least in Bengal, has flourished in spite of its being ignored by the higher branches of our educational organisation. It carried no prospect of reward for its votaries from the Government, nor, in its first stages, any acknowledgment even from our own people. This neglect has been a blessing in disguise, for thus our language and literature have had the opportunity of natural growth, unhampered by worldly temptation, or imposition of outside authority. Our literary language is still in a fluid stage, it is continually trying to adapt itself to new accessions of thought and emotion and to the constant progress in our national life. Necessarily the changes in our life and ideas are more rapid than they are in the countries whose influences are contributing to build the modern epoch of our renaissance. And, therefore, our language, the principal instrument for shaping and storing our ideals, should be allowed to remain much more plastic than it need be in the future when standards have already been formed which can afford a surer basis for our progress.

But I have found that the direct influence which the

Calcutta University wields over our language is not strengthening and vitalising, but pedantic and narrow. It tries to purpetuate the anachronism of preserving the Pundit-made Bengali swathed in grammer-wrappings borrowed from a dead language. It is every day becoming a more formidable obstacle in the way of our boys' acquiring that mastery of their mother tongue which is of life and literature. The artificial language of a learned mediocrity, inert and formal, ponderous and didactic, devoid of the least breath of creative vitality, is forced upon our boys at the most receptive period of their life. I know this, because I have to connive, myself, at a kind of intellectual infanticide when my own students try to drown the natural spontaneity of their expression under some stagnant formalism. It is the old man of the sea keeping his fatal hold upon the youth of our country. And this makes me apprehensive lest the stamping of death's seal upon our living language should be performed on a magnified scale by our university as its final act of tyranny at the last hour of its direct authority.

In the modern European universities the medium of instruction being the vernacular, the students in receiving, recording and communicating their lessons perpetually come into intimate touch with it, making its acquaintance where it is not slavishly domineered over by one particular sect of academicians. The personalities of various authors, the individualities of their styles, the revelation of the living power of their language are constantly and closely brought to their minds and therefore all that they need for their final degrees is a knowledge of the history and morphology of their mother-tongues. But our students have not the same opportunity, excepting in their private studies and according to their private tastes. And therefore their minds are more liable to come under the

influence of some inflexible standard of language manufactured by pedagogues and not given birth to by the genius of artists. I assert once again that those who, from their position of authority, have the power and the wish to help our language in the unfolding of its possibilities, must know that in its present stage freedom of movement is of more vital necessity than fixedness of forms.

Being an outsider I feel reluctant to make any suggestions, knowing that they may prove unpractical. But as that will not cause an additional injury to my reputation, I make bold to offer you at least one suggestion. The candidates for the M.A. degree in the vernaculars should not be compelled to attend classes, because in the first place, that would be an insuperable obstacle to a great number of students, including ladies who have entered the married state; secondly, the facility of studying Bengali under the most favourable conditions cannot be limited to one particular institution, and the research work which should comprehend different dialects and folk literature can best be carried out outside the class; and lastly, if such freedom be given to the students, the danger of imposing upon their minds the dead uniformity of some artificial standard will be obviated. For the same reason, the university should not make any attempt, by prescribing definite text-books, to impose or even authoritatively suggest any particular line of thought to the students, leaving each to take up the study of any prescribed subject,—grammar, philology, or whatever it may be, along the line best suited to his individual temperament, judging of the result according to the quantity of conscientious work done and the quality of the thought-processes employed.

Yours sincerely
RABINDRANATH TAGORE

অরুণ : দীনেশচন্দ্রের মধ্যম পুত্র

আশু মুখুজ্জে : সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কালীমোহন : কালীমোহন ঘোষ

ক্ষিতিমোহনবাবু : ক্ষিতিমোহন সেন

গগন : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জগদানন্দ : জগদানন্দ রায়, আশ্রমবিদ্যালয়ের শিক্ষক

দ্বিপেন্দ্রনাথ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র

নন্দলালবাবু : নন্দলাল বসু।

বঙ্গবাবু : বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য

বলেন্দ্রনাথ : কবির ভ্রাতুষ্পুত্র

ভূপেন্দ্রবাবু : ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল

মনোরঞ্জন : মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক

মহিম ঠাকুর : কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর

মীরা : কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরা বা অতসী

মোহিতবাবু : মোহিতচন্দ্র সেন

যতীন্দ্রবাবু : যতীন্দ্রনাথ বসু। ইনি এক সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন।

রথী : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শমী : কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্র

শৈলেশ : শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

শ্রীশবাবু : শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

সতীশ : সতীশচন্দ্র রায় (১২৮৮-১৩১০) ইনি "বি. এ. পরীক্ষার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছেন তখন কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহার পরিচয় ঘটে এবং কিয়ৎকালের মধ্যেই তিনি ভবিষ্যৎ সাংসারিক উন্নতির আশা জলাঞ্জলি দিয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে জীবন উৎসর্গ করেন।"

সত্যেন্দ্র : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্তোষ : সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

হীরেন্দ্রবাবু : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত